পঞ্চতন্ত্র-বিচার।

অর্থাৎ

তন্ত্রশাস্ত্রীয় পঞ্চমকার সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত
প্রমাণ সম্বলিত বিচার গ্রন্থ।

———*———

সাধকাগ্রগণ্য—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
(মৃজাপুর ২০ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—
৩ডি, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১৩৩২।

মূল্য ১৲ এক টাকা

বিজ্ঞপ্তি

বহুদিবস হইতে অপরিমিত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ তন্ত্রশাস্ত্রার্ণব মধ্যে নিমজ্জন করিয়া যাহা কিছু অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব-বিচার নামক প্রস্তাব একটী মহারত্ন। এই রত্ন বহু প্রাচীনকাল হইতে তন্ত্রশাস্ত্রার্ণব গর্ভে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল, মধ্যে মধ্যে সাধকবৃন্দের করকমলে ঐ রত্নের কণিকা আসিয়া পড়িত, তদ্দ্বারা সাধকগণ ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হৃদয়াভ্যন্তরের সাধন-মন্দির আলোকিত করিতেন; এক্ষণে সেই মহামূল্য গুপ্তরত্ন উদ্ধার করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে সংস্থাপন করিলাম। সাধকগণ, জ্ঞানপিপাসুগণ এবং গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ এই মহারত্নের অপরূপ জাজ্জ্বল্য কান্তি সন্দর্শন করিয়া আপন আপন নয়ন পরিতৃপ্ত করুন। যদি কোন মহাত্মা সাধনরূপ সংঘর্ষণ কার্য্যদ্বারা এই উদ্ধৃত রত্নের জ্যোতি বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে এই ত্রিভুবন যেন বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা আলোকিত হইয়া যে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র মহাশয় এই পুস্তকের তান্ত্রিকাংশের অধিকাংশ বিষয় কৃপা করিয়া যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার মুদ্রিত ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহিত হইয়াছে।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চতত্ত্ব-বিচার।

প্রথম অধ্যায়

কোন মতিমান্ শিষ্য সন্দিহান্ হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আত্ম-সংশয় নিরাকরণ-জন্য তন্ত্রশাস্ত্রীয় পঞ্চমকারের প্রকৃত মর্ম্মবিষয়ে তত্ত্বোদ্ঘাটন করেন। শিষ্যের মনোভিপ্রায় এই যে, মদ্য মাংসাদি দ্বারা জগদম্বিকার আরাধনা কখনও মুক্তিপথের উপকরণ হইতে পারে না, কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে—

"পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি নার্চ্চয়েৎ জগদম্বিকাং।"

পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনরূপ পঞ্চ মকার ব্যতীত জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে না, করিলে বিফল হইবে।

পুনঃ বলা হইয়াছে যে—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি।
মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ ক্বচিৎ॥

বারাহী তন্ত্র।

হে পরমেশ্বরি! মদ্য মাংস মৎস্য মৈথুন ও নরবলি এই পঞ্চবিধ বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কখনও স্মরণ করিবে না।

শাস্ত্রের এইরূপ বিসদৃশ বচন দৃষ্টে শিষ্যের মহান্ সংশয় উপস্থিত হওয়ায় সংশয়োচ্ছেদ জন্য শ্রীগুরুদেব-চরণে মতিমান্ শিষ্য আত্মসন্দেহ নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন—

প্রভো! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে?

শ্রীগুরুদেব কহিলেন—শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
পঞ্চতত্ত্বং মিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥

১ম পটল কৈবল্যতন্ত্র।

হে দেবি! এই মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটীকে পঞ্চতত্ত্ব বলে এবং এই পঞ্চতত্ত্বই নির্ব্বাণ মুক্তির হেতু।

শিষ্য—পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে নির্ব্বাণ মুক্তির হেতু হইল তাহা কৃপা করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন, এরূপ পঞ্চতত্ত্ব মুক্তির হেতু না হইয়া বরং অধোগতির হেতু হইতে পারে, অতএব আমার এ বিষয়ে যে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক নিরাস করুন।

গুরুদেব কহিলেন,—তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত এই পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চমকার কহা যায়, উহার প্রথম তত্ত্বের নাম মদ্য এবং দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম মাংস ইত্যাদিক্রমে উল্লেখিত হইল, যথা—

প্রথমন্তু ভবেন্মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কং।
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যান্মুদ্রা চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃস্মৃতঃ॥

২ পটল সময়াচার তন্ত্র।

প্রথম তত্ত্ব বা মকারের নাম মদ্য, দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম মাংস, তৃতীয়

তত্ত্ব মৎস্য, চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রা এবং পঞ্চম তত্ত্বকে মৈথুন অথবা কেবল পঞ্চম শব্দে উল্লেখ করা যায়। ক্রমে সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি। প্রথমে মদ্য যথা—

মদ্য।

যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা।
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থং পানং সুদুর্ল্লভং ॥

২প, সময়াচার তন্ত্র।

হে দেবি! যে সুরা সকল কার্য্যেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া কথিত হয় এবং যাহাকে তীর্থ ও পান শব্দে উল্লেখ করা যায়, সেই পরম দুর্লভ সুরাকেই মদ্য বলে।

মাংস।

শূদ্রাণাং ভক্ষ্যযোগ্যানাং যন্মাংসং দেবনির্ম্মিতং।
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা ॥ ঐ ॥

যে মাংস দেব নির্ম্মিত অর্থাৎ মৃগাদি যাহা শূদ্রদিগের ভক্ষণের উপযুক্ত ও বেদমন্ত্র সম্মত তাহাই উত্তম শুদ্ধিরূপ মাংস বলিয়া কথিত হয়।

মৎস্য।

ভক্ষ্যযোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে।
তে রহস্যময়াঃ প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ॥ ঐ ॥

হে বরাননে! যে যে মৎস্য ভক্ষণের উপযুক্ত এবং যে যে মৎস্য পূজাপক্ষে সিদ্ধিপ্রদ তাহাই মৎস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মুদ্রা।

পৃথুকা স্তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী॥

২য় প, সময়াচার তন্ত্র।

হে দেবি! চাউল ছোলা গম ইত্যাদি ভর্জ্জিত হইলেই তাহাকে মুক্তিদায়িনী মুদ্রা বলা যায়।

মৈথুন।

ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুনং যদ্ভবেৎ প্রিয়ে।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতং॥ ঐ॥

হে প্রিয়ে! যোনি লিঙ্গে পরস্পর সংমিলন হইলে তাহাকে পঞ্চম মকার অর্থাৎ মৈথুন বলা যায়।

এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা জগদম্বিকার অর্চ্চনা না করিলে শাক্ত-শৈব সৌর গাণপত ও বৈষ্ণব মধ্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

শৈবে চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গণদর্শনে।
বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতেকলামুখে তথা॥
স দক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

যথা—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত এই পঞ্চ সম্প্রদায় মধ্যে যিনিই হউন, আর বৌদ্ধ, পাশুপত সাংখ্য ইত্যাদি দার্শনিকগণই হউন, কলামুখ ব্রতধারীই হউন, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী বা বৈদিকাচারীই হউন, হে পার্ব্বতি! মগু মাংস ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হইবে।

অতএব শিব-সাধন হেতু দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত জগদম্বার অর্চ্চনা অসিদ্ধ, সুতরাং পঞ্চতত্ত্ব সহিত অর্চ্চনাই সিদ্ধিপ্রদ (১) হইয়া থাকে।

অতএব বৎস! পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহা আমি এই তোমার নিকট শাস্ত্রানুযায়ী কীর্ত্তন করিলাম। যদি তোমার আর কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিষ্য—প্রভু! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে, আর কিছু সন্দেহ আছে কি না? কিন্তু অত্র বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কৃপা করিয়া সংশয় দূর করুন। যেহেতু তন্ত্র শাস্ত্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, (২) মদ্যপান করিলে যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে সমস্ত মদ্যপায়ীর পক্ষে মুক্তিপথ আপনিই প্রসস্ত হইয়া রহিয়াছে, অতএব

---

(১) কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ।
দ্বিতীয়েন চ তত্ত্বেন মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ॥
তৃতীয়েন চ তত্ত্বেন সাধকঃ শিবরূপধৃক্।
চতুর্থেন বরারোহে রুদ্ররূপধরো ভবেৎ।
পরেণ পরতাং যাতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥
১প, কৈবল্য তন্ত্র।

(২) মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বেদাদি শাস্ত্রে মদ্যপান ও মৎস্যমাংসাদি সেবন অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, এজন্য এ সকল কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা না হইলে নরকভোগ হইয়া থাকে। যে তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই তন্ত্র-শাস্ত্রও বেদবাক্যের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন—

বৈদিকপ্রতিপাদ্যশ্চ অর্থোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিপরীতং মহেশানি অধর্ম্মো ভবতি প্রিয়ে॥

৪ পটল বৃহন্নীল তন্ত্র।

হে প্রাণবল্লভে! বেদ প্রতিপাদ্য যে সকল কর্ম্ম তাহা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম মোক্ষের প্রযোজক এবং তদ্বিপরীত যে সকল কর্ম্ম তাহা অধর্ম্মের কারণ মাত্র হইয়া থাকে।

আরও বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেই ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আপনার শ্রীচরণে পর্য্যায়ক্রমে নিবেদন করিতেছি কৃপা করিয়া অবধান করুন।

বৈদিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মদ্য (২) সম্বন্ধে।

মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যমিত্যাদিশ্রুতেঃ।

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তু হ॥
স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃস্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥

২য় উল্লাস কুলার্ণব।

(২) যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যান্ন তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি॥

ইতি শ্রুতি।

মদ্য অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন।

মদ্য (৩) সম্বন্ধে।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥ ৯১
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়োঘৃতং বা মরণাৎ গোসকৃদ্রসমেব বা॥ ৯২

১১অ, মনু।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি জ্ঞান পূর্ব্বক সুরাপান করে, তবে ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরা পান করিবে, উক্ত সুরাদ্বারা স্বদেহ নির্দগ্ধ হইলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত

(৩) অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিন্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ ২॥

১২অ, পরাশর সংহিতা।

গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ॥

বিষ্ণু সংহিতা।

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনস্তে তে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ॥

উশনাঃ সংহিতা।

গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, গব্যঘৃত, গোময়জল, এই সকল এতদিন পান করিবে যে পর্য্যন্ত না মরে, মরিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

সুরাপানে কামকৃতে জলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে স হি বিনির্দ্দগ্ধো মৃতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

বৃহস্পতি।

অপঃ সুরাভাজনস্থাঃ পীত্বা পক্ষং ব্রতী ভবেৎ।

শঙ্খ সংহিতা।

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥

সম্বর্ত্ত সংহিতা।

এক রাত্রঞ্চরেন্মূত্রং পুরীষেতু দিনত্রয়ম্।
দিনত্রয়ং সুরাপানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্তধা ॥ ২৭১ ॥

অত্রি সংহিতা।

স্তেনঃ কুনখী ভবতি শ্বিত্রী ভবতি ব্রহ্মহা।
সুরাপঃশ্যাবদন্তস্তু দুশ্চর্ম্মা গুরু তল্পগঃ ॥

বশিষ্ঠ সংহিতা।

উচ্ছিষ্টস্তু সদাবিপ্রঃ স্পৃশেন্মদ্যং রজস্বলাম্।
মদ্যং স্পৃষ্ট্বাচরেৎকৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু রজস্বলাম্ ॥

আপস্তম্ব সংহিতা।

একা মাধ্বী চ গৌড়ী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধা সুরা।
দ্বিজাতিভির্ন পাতব্যা কদাচিদপি কর্হিচিৎ ॥

যম সংহিতা।

সুরাপানং সকৃৎ কৃত্বা যোঽগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
স পাবয়েদথাত্মানমিহলোকে পরত্র চ ॥

অঙ্গিরা।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মদ্য (৪) সম্বন্ধে।

ব্রাহ্মণশ্চ স্বরাপীতি বিড়্ভোজী বৃষলীপতিঃ ॥
হরিবাসরভোজীচ কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥ ১৮৯

৩০অ, প্রকৃতি খণ্ড, ব্র বৈ পুরাণ।

যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, বৃষলী গমন করে ও হরিবাসরে ভোজন করে, সে বিষ্ঠাভোজী হয় এবং নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক নরকে তাহার গমন হয়।

---

(৪) মদ্য পানাদ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাতকং নহি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ স্পৃষ্টা পীত্বা তু নরকং ব্রজেৎ ॥

দেবী পুরাণ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনাগমঃ।
মহাপাতকমিত্যাহুস্তৎসংসর্গশ্চ পঞ্চমম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণ।

তস্মান্নপেয়ং বিপ্রেণ সুরা মদ্যং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মন্যাপি ন পেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা ॥

ভবিষ্যে।

পতত্যর্দ্ধশরীরেণ ভার্য্যা যস্য সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন্নোপপদ্যতে ॥

ভবিষ্যে।

অদেয়ঞ্চাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতিনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতং ॥
তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্ষ্যাণি প্রযত্নতঃ।
অপেয়াণি চ বিপ্রো বৈ পীত্বা তদ্যাতি রৌরবং ॥

১৬অ, কূর্ম্ম পুরাণ।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মদ্য (৫) সম্বন্ধে।

বেদত্যাগান্মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবনাৎ।
তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি গর্হিতঃ॥

রুদ্র যামল।

বৈদিক আচার পরিত্যাগ, মদ্যপান ও শূদ্রাণীর সহিত সহবাস হেতু বিপ্র ব্যক্তি অতিশয় নিন্দিত ও চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন।

মাংস (৬) সম্বন্ধে।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধ বন্ধৌ চ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥ ৪৯

৫.অ, মনু।

---

(৫) সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাৎ কামাৎ তক্রাদিমিশ্রিতাং।
ত্রৈবার্ষিকং ব্রতং কুর্য্যান্নীষন্মিশ্রে তু বার্ষিকং॥
তক্রাদিমিশ্রিতাং কিঞ্চিৎ সুরাং পীত্বাহ্কামতঃ।
কৃচ্ছ্রাব্দপাদমুচ্চর্য্য পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ৩৬ পট মৎস্য সূক্তে।
ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।
ব্রাহ্মণঃ পশুরাখ্যাতঃ পাশবং কল্মমাচরেৎ॥ ৪প, কালীকুলামৃত তন্ত্র।
সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ॥ কালীকুলার্ণব তন্ত্র।

(৬) কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বাধ্রীণসস্য চ।
বিষাণবর্জ্জ্যা যে খড়্গাস্তাংশ্চ ভক্ষ্যা মহে সদা॥ ১৪

৮০পৃ, বিষ্ণু সংহিতা।

শুক্র শোণিতের দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ বন্ধন ইত্যাদি নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম; ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধুরা বিহিত মাংসেরও ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অতএব অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৮

৫ম অ, মনু।

প্রাণি-হিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হইতে পারে না, প্রাণি বধও নরকের কারণ, অতএব মাংস কখনও ভোজন করিবে না।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মাংস (৭) সম্বন্ধে।

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকং॥ ৩১

৩০ অ, প্রকৃতি খণ্ড ব্র, বৈ, পুরাণ।

মাংসং সুরার্চ্চনেনৈব গোদানদ্বিতয়েন তু।
প্রজাপত্যেন চৈকেন শাম্যন্তি গুদজাঙ্কুরঃ॥ ১৫॥

৩ অ, শাতাতপ সংহিতা।

(৭) বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সমিতানি দুরাচারো যোহন্ত্যবিধিনা পশূন্॥
মাংসং সংত্যজ্য সংপ্রাপ্য কামান্ যাতি ততো হরিং॥

৯৬অ, গারুড়ে।

আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎসৃজেৎ।
যাবন্তি পশুরোমানি তাবতো নরকান্ ব্রজেৎ॥

১৬ অ, কূর্ম্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত আত্মপোষণার্থ জীবহত্যা করে, সে লক্ষ বর্ষ মজ্জাকুণ্ড নামক নরকে বাসপূর্ব্বক তাহা পান করে।

যে দম্ভাদম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ ঘ্নতি নরাধমাঃ ।
তান্মুষ্মিন্ যমভটা নরকে বৈশসে তদা ॥ ৪৭

২২ অ, ৮স্ক, দেবী ভাগবত ।

যে নরাধম দম্ভাচার-পরায়ণ দম্ভযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পশু সংহার করে, যম-কিঙ্করগণ তাহাকে বৈশস নামক নরকে নিপাতিত করিয়া নিপীড়িত করিয়া থাকে।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মাংস সম্বন্ধে ।

ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চস্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ ভৈরবি ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

কুব্জিকা তন্ত্র ।

হে ভৈরবি! মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ এবং আসব স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস থাকিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৎস্য (৮) সম্বন্ধে ।

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যানবিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫

৫অ, মনু ।

মৎস্যভোজী হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মাংস ভোজন করা হয়, এজন্য মৎস্য ভক্ষণ করিবে না।

---

(৮) মৎস্যাস্থি জম্বুকাস্থিনি নখশুক্তি কপর্দ্দিকাঃ ।
স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বা হেমতপ্ত ঘৃতং পীত্বা বিশুদ্ধতি ॥ ১৮৭ ॥

অত্রি সংহিতা ।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মৎস্য (১০) সম্বন্ধে।

যো ভুঙ্‌ক্তে চ বৃথা মাংসং মৎস্যভোজী চ ব্রাহ্মণঃ।
হর্য্যনৈবেদ্যভোজী চ কৃমিকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ॥ ৫৮

৩০অ, প্র-খণ্ড ব্র বৈ পুঃ।

যে ব্রাহ্মণ বৃথা মাংস ও মৎস্যভোজী হয় এবং হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে, সে কৃমিকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া থাকে।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মৎস্য সম্বন্ধে।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরি।
মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ ক্বচিৎ॥

বারাহী তন্ত্র।

হে পরমেশ্বরি! মদ্য মাংস মৎস্য মৈথুন এবং নরবলি এই পঞ্চবিধ বিষয় ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কখন মনেও করিবে না।

(১০) জলস্থলচরা যে চ প্রাণিনস্তান্ মৃতানপি।
ন ভক্ষেন্ মানবো জ্ঞানী হন্তা তেষাং ভবেন্নহি॥
হত্বা হত্বা তু মৎস্যাশী সর্ব্বেষাং যো বিশেষতঃ।
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্মৎস্যং পরিত্যজেৎ॥

১০৫অ, পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন।

মৈথুন (১১) সম্বন্ধে।

স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ।

১অ, হারীত সংহিতা।

আপন স্ত্রীতে সর্ব্বদা রত থাকিবে এবং পরস্ত্রী সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে।

পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে॥ ২৩৭

অত্রিসংহিতা।

পশু বা বেশ্যা গমন করিলে প্রাজাপত্য নামক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

---

(১১) সগোত্রাস্ত্রী প্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা মহিষীদানযত্নতঃ॥ ৩২॥
তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহী জায়তে নরঃ।
মাংসং রুদ্রজপঃ কার্য্যো দত্ত্বাচ্ছক্ত্যা চ কাঞ্চনম্॥ ৩৩॥
দীক্ষিতস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্।
স পাতক বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ঞ্চরেৎ॥ ৩৪॥
স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে ইন্দ্রিয়ব্রণী।
তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ঞ্চরেৎ॥ ৩৫॥

৫অ, শাতাতপসংহিতা।

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা ন চ স্বর্গার্হকো ভবেৎ॥

৬অ, বশিষ্টসংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মৈথুন (১২) সম্বন্ধে।

পুমাংসং কামিনী বাপি কামিনীং বা পুমানথ।
যঃ শুক্রং পাতয়ত্যেব শুক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ॥ ২১

৩৩ অ প্রকৃতিখণ্ড ব্র বৈ পু।

যদি কোন কামিনী কোন পুরুষকে বা কোন পুরুষ কোন্ কামিনীকে প্রাপ্ত হইয়া শুক্রপাত করায়, তাহা হইলে শুক্রকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয়।

যোঽগম্যাং যোষিতং গচ্ছেদগম্যং পুরুষঞ্চ যা।
তাবমূত্রাপি কশয়া তাড়য়ন্তো যমানুগাঃ॥ ৩৫
তিগ্ময়া লোহময্যা চ শূর্ম্ম্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি তম্।
তাং চাপি যোষিতং শূর্ম্ম্যালিঙ্গয়ন্তি যমানুগা॥ ৩৬

২২অ, ৮স্ক, দেবীভাগবত।

যে পুরুষ অগম্যা গমন এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষের সংসর্গ করে, যমদূতগণ

---

(১২) অপ্রাপ্তযৌবনাং সেব্য ভবেৎ সর্প ইতি শ্রুতিঃ।
গুরুদারাভিলাষী চ কৃকলাসো ভবেদ্ ধ্রুবং॥ ১৯॥

৩৪ অ, উত্তরখণ্ড গারুড়ে।

যঃ পতিং বঞ্চয়িত্বা তু জারাদীনুপভুঞ্জ্যতি।
অন্ধতামিস্রনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ॥
পাত্যমানো যত্র জন্তুর্ব্বেদনা পরবান্ ভবেৎ॥ ৬॥

২২অ, ৮স্ক, দেবীভাগবত।

তাহাদের উভয়কেই পরলোকে কশাদ্বারা তাড়িত করিয়া থাকে এবং সেই পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রী প্রকৃতিতে ও সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তদনুরূপ অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়-পুরুষ-প্রতিমায় আলিঙ্গন করায়।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন।

মৈথুন (১৩) সম্বন্ধে।

পরযৌষাং স্বযোষাং বা নাকৃষ্য ব্রাহ্মণো যজেৎ।
লোভাদ্ যদি চরেদেবমধোযাতি দ্বিজঃ সদা॥

২প, তারাপ্রদীপ।

যে দ্বিজ লোভপরতন্ত্র হইয়া আপন বা পরস্ত্রীকে আকর্ষণ করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্র মধ্যে যখন নিষিদ্ধ বচনসমূহ দর্শন করা যাইতেছে, তখন কিরূপে মদ্যমাংসাদি মুক্তির হেতুভূত বলিয়া সম্ভব হইতে পারে? অতএব প্রভো! সমুদায় বিষয়ের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া সন্দেহ দূর করুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

(১৩) পরদারাগমং বেদে তন্নিষিদ্ধং সুরেশ্বরি।
যদ্ধি বৈধতরং দেবি তন্নিষিদ্ধং মহেশ্বরি॥
পরস্ত্রিয়ং মহেশানি মনসা ভাবয়ন্ জপেৎ।
তদৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

৪র্থ প, বৃহন্নীল তন্ত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

গুরুদেব শিষ্য প্রমুখাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত নিষেধ বচন সকল শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন। কহিলেন, প্রিয় বৎস! এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহা সকলই সত্য; কিন্তু মর্ম্মকথা এই যে, শাস্ত্রকারগণ সংসারের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া সুখ-শান্তি সংস্থাপন করিবার জন্য দেশ কাল ও পাত্রানুসারে সকল প্রকার ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছেন। কেবলই যে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এরূপ কথা নহে, বিধিও আছে; তাহা আমি তোমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

বৈদিকমতে মদ্যপান বিধি।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ দেবোদ্দেশে সোমযোগ করিতেন এবং সোমরস পান (১) করিয়া আনন্দিত হইতেন।

সোমরস একপ্রকার মদ্য বিশেষ, উহা সোমলতা হইতে জাত। কিন্তু সোম অর্থে মদ্যমাত্রকেই বুঝায়, এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যার্থে সোম শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা—

(১) যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবং তু জিহ্বয়া।
মধোরগ্নে বষট্কৃতি। ৮। ১৪ সূত্র। ১ মণ্ডল। ঋগ্বেদ॥

অস্যার্থ—হে সুজিহ্ব! অর্থাৎ অগ্নি! দেবমণ্ডলীকে তুমি সোমরস পান করাও, তোমার জিহ্বাযোগে তাঁহারা বষট্কার (মন্ত্রবিশেষ) উচ্চারণ কালে সোমরস পান করুন।

সম্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি।
সর্ব্বথা কুরুতে দেবি বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ॥

৬৩ প, উৎপত্তি তন্ত্র।

উদ্ধতস্বভাবাপন্ন বীর-সাধক সর্ব্বদা সম্বিদা অর্থাৎ ভাঙ্গ এবং সোম অর্থাৎ মদ্য পান করিবে।

পূর্ব্বকালে যজ্ঞার্থে যে সোমরস অর্পিত হইত তাহাও মদ্য। দেবগণ সেই মদ্য পান করিয়াছিলেন। যথা—

বৃষায়মানোঽবৃনীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আসায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথম জামহীনাং॥

৩ঋচ্। ৩২ সূ। ১মণ্ডল। ঋগ্বেদ।

অস্যার্থ—ইন্দ্র দর্পিত বৃষের ন্যায় পরাক্রমে বিবিধ যজ্ঞে অভিযুত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

স্মৃতিমতে মদ্যপান বিধি (২)।

মহামতি মনু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৫৬॥

৫ অধ্যায় মনু।

মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান এবং মৈথুনকার্য্যে কোন দোষ হয় না। যেহেতু,

(২) কামাদপি হি রাজন্যো বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন।
মদ্যমেব সুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদ্যতে॥

বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য।

আয়সে ভোজনে তৃপ্তাং ব্রাহ্মণো বারুণীং পিবেৎ।

যমঃ।

মনুষ্যদিগের উহা স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি, কিন্তু এ সকল বিষয়ে নিবৃত্তি থাকাই মহাপুণ্যের কারণ।

পৌরাণিকমতে মদ্যপান বিধি।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রতি দত্তাত্রেয় বচন—

যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যাদিভির্নরাঃ।
মাংসমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ॥
লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চ ব্রাহ্মণানাং তথার্চ্চনৈঃ।
বাদ্যৈর্ম্মনোরমৈর্বীণাবেণুশঙ্খাদিভিস্তথা।
তেষামহং পরাং তুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্॥

১৯অ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

যাহারা গন্ধ মাল্যাদি দ্রব্য, মদ্য মাংসাদি উপহার ও আজ্য সংযুক্ত মিষ্টান্ন প্রদান দ্বারা বিবিধ বিধানে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সহকারে উক্ত গন্ধমাল্য মদ্যমাংসাদি উপচার প্রদান পূর্ব্বক নানাপ্রকার সঙ্গীত এবং বেণু বীণা ও শঙ্খাদি সুমধুর বাদ্যধ্বনি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত আমার পূজা করে, আমি তাহাদিগকে অভীপ্সিত স্ত্রী, পুত্র ও বিত্তাদি প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া থাকি।

তন্ত্রমতে মদ্যপান বিধি।

ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ম্বদে।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেৎ।
তৎক্ষণাৎ শিবরূপোহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে॥

৩প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

হে প্রিয়ম্বদে! মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ ব্যক্তির মহামোক্ষ লাভ হয়।

ব্রাহ্মণ যদি পানাদি আচরণ করে, তাহা হইলে সে সত্য সত্যই শিবতুল্য হয়।

বৈদিকমতে মাংস সেবন বিধি।

পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে পশ্বাদি বধ করা হইত এবং তত্তৎ পশুর মাংসাদি রন্ধন করিয়া প্রথমে দেবগণকে অর্পণ করা হইত, পরে আপনারা ভক্ষণ করিতেন যথা—

যস্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদিভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি।
মাতদ্ভূম্যামা শ্রিযন্মা তৃণেষু দেবভ্যস্তদুশদ্ভ্যোরাতমস্তু॥

১১ঋচ। ১৬২ সূ। ১ মণ্ডল। ঋগ্বেদ।

অন্বার্থ—হে অশ্ব! রন্ধনকালে তোমার মাংস হইতে যে রস (ঝোল) নির্গত হয় এবং তোমার যে অংশ শূলে বিদ্ধ থাকে, তাহা যেন মৃত্তিকাতে পতিত বা তৃণাদির সহিত একত্রিত না হয়। দেবগণ মাংস লোলুপ হইয়াছেন, অতএব সমস্ত মাংসই তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে প্রদত্ত হউক।

এই স্থলে কেবল অশ্ব মাংস সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উষ্ট্র, গো, মহিষ, মেষ, অশ্ব ও ছাগ মাংস (৩) প্রভৃতি সকল পশুরই মাংস ভক্ষণ

---

(৩) উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দেবদ্রীচা মনসাদীধ্যানঃ।
অজঃ পুরোনীয়তে নাভিরস্যানুপশ্চাৎ কবয়োযংতি রেভা॥

১২ ঋচ্। ১৬৩সূ। ১মণ্ডল। ঋগ্বেদ।

অন্বার্থ—এই তূর্ণগামী অশ্ব একমনে দেবগণকে ধ্যান করতঃ বধ্য স্থানে গমন করিতেছে। উহার বন্ধু-তুল্য সহকারী ছাগকেও বধের জন্য

প্রচলিত ছিল, এমন কি নরমাংস (৪) পর্য্যন্তও ব্যবহার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মৃতিমতে মাংস সেবন বিধি।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণায়ামেব চাত্যয়ে ॥ ২৭ ॥

৫অ, মনু।

যজ্ঞে প্রোক্ষিত পশুর মাংস ভক্ষণ (৫) করিবে, ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিতে একবার মাংস ভোজন করিবে, শ্রাদ্ধে যথাবিধি নিযুক্ত হইলে মাংস ভক্ষণ করিবে, অন্যত্র খাদ্যাভাবে প্রাণধারণ জন্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে।

অগ্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং স্তোত্রপাঠক কবিগণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

(৪) কৃতে বলির্নরঃ শস্তস্ত্রেতায়ামুষ্ট্র এব চ।
দ্বাপরে ঘোটকঃ শস্তঃ কলৌ মহিষ এব চ ॥

৩ প, নিবন্ধ তন্ত্র।

সত্যযুগে নরবলি প্রশস্ত ছিল। ত্রেতাযুগে উষ্ট্র, দ্বাপরে ঘোটক এবং কলিতে মহিষ-বলি প্রশস্ত।

(৫) প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥

ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃৎ ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

যমঃ।

ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি ॥ ৩২ ॥

৫অ, মনু।

যে পশুমাংস ক্রয় করা যায়, পালিত পশুর মাংস অথবা যে পশুমাংস কেহ দান করে, তদ্দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে; পরে সেই নিবেদিত মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥৪৪॥

৫অঃ মনু।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসা তাহা অহিংসাই বলিতে হইবে, যেহেতু বেদে ইহা বলিতেছে এবং ঐ বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রকাশ হয়।

পৌরাণিক মতে মাংসসেবন বিধি।

শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিৎ খড়্গোঽথ পুত্রক।
ভক্ষ্যা হ্যেতে তথা বর্জ্জ্যৌ গ্রাম্যশূকরকুক্কুটৌ ॥
পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
প্রোক্ষিতঞ্চৌষধার্থঞ্চ খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি ॥

৩৫ অ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

শশক, কচ্ছপ, গোধা, সজারু এবং গণ্ডারের মাংস ভক্ষ্য, আর গ্রাম্য শূকর ও গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষণীয়। ব্রাহ্মণগণের জন্য, শ্রাদ্ধে পিতৃদেবাদির যাহা শেষ থাকে এবং দেব যজ্ঞাদিতে প্রদত্ত ও ঔষধার্থ সংগৃহীত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই।

শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৃন্-প্রার্চ্চ্য খাদন্মাংসং ন দোষভাক্।

১৬ অ, গারুড়ে।

শ্রাদ্ধকালে দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ (৬) হয় না।

তন্ত্রমতে মাংসসেবন বিধি।

অবধূতাশ্রমী যোহি তস্য বক্ষ্যে বিধিং শৃণু।
পৈষ্টিকাদীনি সর্ব্বাণি মদ্যানি তস্য শাম্ভবি॥
মৎস্যং মাংসং তস্য দেবি জলভূচরখেচরম্।
পূর্ব্বোক্তা চ ভবেন্মুদ্রা দেবতা সাদরান্বিতা॥

৬প, যোগিনী তন্ত্র।

অবধূতাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। পৈষ্টিকাদি মদ্য, জলচরাদি মৎস্য, ভূচর খেচরাদি মাংস এবং দেবগণের প্রিয় পূর্ব্বোক্ত পৃষ্টশাদ্যাদি মুদ্রা তাহার পক্ষে বিধেয়।

---

(৬) হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈরৌরবৈর্গবয়েন চ॥ ১॥
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যাপিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ॥ ২॥

৩ অংশ ১৬অ, বিষ্ণুপুরাণ।

ঔর্ব্ব কহিলেন, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। মৎস্য দিলে দুই মাস, শশমাংস দিলে তিন মাস, পক্ষিমাংস দিলে চারি মাস, শূকরমাংস দিলে পাঁচ মাস, ছাগমাংস দিলে ছয় মাংস, এণ নামক হরিণ মাংস দিলে, সাত মাস, রুরুমাংস দিলে আট মাংস, গবয়মাংস দিলে, নয় মাস, মেষমাংস দিলে দশ মাস, গোমাংস দিলে এগার মাস পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণসমাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোকের তৃপ্তির আর শেষ থাকে না।

যদি বল অবধূতাশ্রমী ব্যক্তি কিরূপে জীবহত্যা করিবে? যেহেতু মৎস্য মাংসাদি ব্যবহার স্থলে প্রাণি-হিংসাদি দোষ সংঘটন হয়। প্রাণি-হিংসাদি কার্য্য অনেক স্থলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং মাংসাদি সেবন হইতে পারে না! এ কথার উত্তরে তন্ত্রশাস্ত্র এই কথা বলেন যে—

ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥
বলিদানায় যা হিংসা ন দোষায় প্রকীর্ত্তিতা।
বেদসম্মতসিদ্ধান্তঃ স সমাপি চ সম্মতঃ॥

৬প, বৃহন্নীল তন্ত্র।

ভূত হিংসা অর্থাৎ যাহাতে জীবত্ব সম্ভব হয় এরূপ হিংসা করিবে না, বিশেষতঃ পশুহিংসা একেবারে করিবে না। পূজার্থে বলিদান ব্যতীত সর্ব্বত্রই হিংসা-কার্য্য নিষিদ্ধ। বলিদান জন্য যে হিংসা তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় না, যেহেতু উহা বেদাদি সিদ্ধান্ত ও আমারও সম্মত।

পশুযাগে মহেশানি পশুং হন্যান্ন সংশয়ঃ।
সা হিংসা নিন্দিতা বেদৈর্যা চ বৈধেতরা ভবেৎ।
বৈধ হিংসা চ কর্ত্তব্যা সংশয়ো নাস্তি কশ্চন॥

৬প, বৃহন্নীল তন্ত্র।

হে মহেশানি! পশুযাগের সময় অবশ্য পশু বধ করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন দোষ নাই। বেদে কেবল অবৈধ হিংসারই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈধ হিংসা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; তাহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শ হয় না।

বেদে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল পশু যজ্ঞার্থে বধ করা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বধ বা হত্যা নহে। কারণ, ঋষিদিগের অভিপ্রায় এই যে, তাঁহারা জীব-হিংসা করিয়া পাপভাগী হয়েন না, বরং জীবকে কৃপা করিয়া তাহার পশু জন্ম খণ্ডন করতঃ অন্য উচ্চ যোনিতে প্রেরণ (৭) করেন; এজন্য উহাকে প্রকৃত হিংসা বলা যায় না। এ নিমিত্ত বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পূজার্থে বলিদানের বিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পূজার্থে যে বলিদানের বিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোনরূপে বৈদিক মতের বিরুদ্ধাচরণ নহে। অন্যান্য যুগত্রয়ে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে বলিদানোপরি সমস্ত তীর্থফল (৮) ও যজ্ঞফল আর্পিত হইয়াছে, যথা—

বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে।
অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি।
কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥

১০প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

---

(৭) পশু হিংসাকালে বেদে এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। যথা—
নবা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুচোভিঃ।
হরিতে যুংক্তা পৃষতী অভূতামুপাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য॥

২১ ঋচ ১৯২ সূ। ১মণ্ডল। ঋগ্বেদ।

অস্যার্থ—হে পশু! তুমি মরিতেছ না এবং আমরাও তোমার অনিষ্ট করিতেছি না, বরঞ্চ তুমি এই কার্য্য দ্বারা সৎপথে দেবগণের নিকট গমন করিতেছ॥

(৮) সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা বলিভিঃ পূজনান্মম॥

৫প, নিবন্ধ তন্ত্র।

হে চণ্ডিকে! কলিকালে বলিদান কার্য্যই মহাযজ্ঞ বিশেষ। হে সুরেশ্বরি! কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া কেবল বলিদানের দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

বলিদানের বিধি আছে বলিয়া ইচ্ছামত যে কোন পশু বলিজন্য নিয়োজিত হইতে পারে না, যাহা শাস্ত্র বিহিত (৯) তাহাই করিতে হইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীপ-শু বলি (১০) একেবারে নিষিদ্ধ, যেহেতু স্ত্রী-পশুর মাংস অভক্ষ্য, যথা—

"শক্তিমাংসং ন গৃহ্নীয়াদণ্ডজং জলজং বিনা।"

অণ্ডজ ও জলজ ব্যতীত স্ত্রীজাতি জীবের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ॥

বৈদিকমতে মৎস্যসেবন বিধি।

"সমুদ্রায় শিশুমারানালভতে পর্জন্যায় মণ্ডুকান্।
অদ্ভ্যো মৎস্যান্ মিত্রায় কুলীপয়ান্ বরুণায় নাক্রান্॥"

২১ মন্ত্র, ২৪অ, যজুর্ব্বেদ।

ত্রীন্ শিশুমারান্ জলচরজন্তূন্ সমুদ্রায় লভতে, ত্রীন্ মণ্ডূকান্ ভেকান্ পর্জন্যায়। ত্রয়াণাং মৎসস্যানাং মধ্যে দ্বৌ অদ্ভ্যঃ অথ তৃতীয়ে অবকাশে

---

(৯) নরশ্ছাগশ্চ মহিষো মেষঃ শূকর এব চ।
শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মো দশ স্মৃতাঃ॥
বানরশ্চ খরশ্চৈব গজাশ্বাদিবিহঙ্গমাঃ।
ইত্যাদেস্তু বলের্দ্দানৈঃ পূজয়েৎ স্বেষ্টদেবতাং॥

৬৩ প, উৎপত্তি তন্ত্র।

(১০) বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্নচ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ॥

৬ উল্লাস মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

একং শিষ্টং মৎস্যমন্ত্যঃ ত্রীন্ কূলীপয়ান্ জলজান্ মিত্রায়। ত্রীন্ নাক্রান্ নক্রাএব নাক্রা স্তান্ জলজচরান্ বরুণায়।

স্মৃতিমতে মৎস্যসেবন বিধি।

পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ১৬

৫অ মনু।

বোয়াল রোহিত রাজীব সিংহতুণ্ড এবং সর্ব্বপ্রকার সশল্ক অর্থাৎ আঁইস-যুক্ত মৎস্য দৈব ও পৈত্রাদি কর্ম্মে এবং প্রাণাত্যয়াদি স্থলে ভক্ষণ করিবে।

পৌরাণিকমতে মৎস্যসেবন বিধি।

সফরং সিংহতুণ্ডঞ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ।
মৎস্যাস্ত্বেতে সমুদ্দিষ্টা ভক্ষণায় তপোধনৈঃ॥

১৬অ, কৌর্ম্মে।

মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পুঁটি মাছ—কাংলা, বোয়াল ও রোহিত ইত্যাদি মৎস্য সকলের ভক্ষণীয়।

তান্ত্রিকমতে মৎস্যসেবন বিধি।

রোহিতস্য চ মৎস্যস্য তথা বার্দ্ধ্রীণসস্য চ।
তৃপ্তিমাপ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রীণি চণ্ডিকা॥

৩প, নিবন্ধ তন্ত্র।

রোহিত মৎস্য আর বাধ্রীণস নামক পক্ষিবিশেষের মাংস (মতান্তরে বাধ্রীণস ছাগ বিশেষ) দ্বারা অর্চ্চনা করিলে চণ্ডিকাদেবীর তিনশত বর্ষ তৃপ্তি লাভ হয়।

বৈদিকমতে মৈথুন বিধি ।

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ংতীঃ ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যনুপত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥ ১

১৮০ সূক্ত । ১মণ্ডল । ঋগ্বেদ ।

অস্যার্থ—হে অগস্ত্য ! যে সকল সত্যরক্ষক প্রাচীন ঋষিগণ দেবমণ্ডলীর সহিত সত্য ব্যবহার করিতেন, তাঁহারাও স্বস্ত্রীতে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই, অতএব স্ত্রীর নিকট পুরুষ গমন করুন।

নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ।
লোপামুদ্রা বৃষণং নীরিণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্ ॥ ৪

১৭৯ সূক্ত। ১মণ্ডল। ঋগ্বেদ।

অস্যার্থ—আমি যদিও তপস্যা ও আত্মসংযমে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, তথাপি কেন বলিতে পারি না আমাতে কামের সঞ্চার হইয়াছে। লোপামুদ্রা বীর্য্যবান্ পুরুষে অর্থাৎ আমাতে উপগতা হউন। চঞ্চলস্বভাবা নারী শান্ত ও মহাপ্রাণপুরুষকে সম্ভোগ করুন।

স্মৃতিমতে মৈথুন বিধি ।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥

মনু।

যে কন্যা পিতা এবং মাতার অসপিণ্ডা ও ভিন্নগোত্রা, সেই কন্যাই দ্বিজাতিদিগের মৈথুন অর্থাৎ পাণিগ্রহণ জন্য প্রশস্তা।

পৌরাণিকমতে মৈথুন বিধি।

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎস্থ নরো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥ ১২৪

তৃ অংশ ১১অ, বিষ্ণুপুরাণ।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব কথিত বিধি-নিষেধ বিবেচনা করিয়া দোষহীনা সকামা স্বীয় পত্নীতে ঋতুকালে বা অন্য সময়ে ইচ্ছানুসারে গমন করিবে।

তান্ত্রিকমতে মৈথুন বিধি।

কুলস্ত্রীসেবনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বথা পরমেশ্বরি।
রমতে যুবতীং রম্যাং কামোন্মত্তবিলাসিনীং ॥
কুলাচারপরো বীরঃ কুলপূজাপরায়ণঃ।
ভগবলিঙ্গসমাযোগাদাকৃষ্য জপমাচরেৎ ॥৮

উৎপত্তি তন্ত্র।

হে পরমেশ্বরি! কুলাচার-পরায়ণ ব্যক্তি সকামা যুবতী কুলকামিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়া জপকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

অতএব বৎস! তুমি যেরূপ পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পুনঃ স্থাপিত হইল। এক্ষণে আর কি সন্দেহ আছে বল?

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

—*—

পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার বিধি শ্রবণানন্তর গুরুদেব প্রতি শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! শাস্ত্রে এই পঞ্চতত্ত্বের বিধি এবং নিষেধ এই দুইই বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ বিধি নিষেধ কি উদ্দেশে যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক ইহার মর্ম্ম পরিজ্ঞাত করুন।

গুরুদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শিষ্যকে কহিলেন,—প্রিয় বৎস! ইহার মর্ম্ম আর অপর কিছুই নহে, কেবল সংসারে শান্তি স্থাপন করিবার করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই সকল বিধি-নিষেধ সংস্থাপিত হইয়াছে। আর্য্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইহ জগতের তাবৎ বস্তুই যে পরিমাণে ইষ্ট আবার তৎপরিমাণেই অনিষ্টকর। সুতরাং সংসারের হিতকামনায় তত্তৎ বস্তুর ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য এরূপ বিধি-নিষেধ নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য এই পঞ্চতত্ত্ব ঐ সকল বিধিনিষেধের অন্তর্ভূত হইয়াছে। যে স্থলে ব্যবহার জন্য উপকারজনক গুণ প্রকাশিত হয় সেই স্থলেই বিধি, আর যে স্থলে ব্যবহার জন্য দোষ প্রকাশিত হয়, সেই স্থলেই নিষেধ। সকল বস্তুরই ব্যহার সম্বন্ধে এইরূপ বিধি-নিষেধ আছে।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য গুরুদেবের নিকট পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহারের দোষ গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে গুরুদেব কহিলেন,—

মদ্য ব্যবহার (১) সম্বন্ধে।

অতি মদ্যং হি পিবতো বুদ্ধিলোপো ভবেৎ কিল।
প্রতিভাং বুদ্ধিবৈশদ্যং ধৈর্য্যং চিত্তবিনিশ্চয়ম্ ॥ ১১৬
তনোতি মাত্রয়া পীতং মদ্যমন্যদ্বিনাশকৃৎ।
কামক্রোধৌ মদ্যতমৌ নিয়োক্তব্যৌ যথোচিত্তম্ ॥১১৭

১অঃ, শুক্রনীতি।

অতিশয় মদ্যপান করিলে বুদ্ধির হানি হয়। কিন্তু পরিমিত রূপে পান করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নির্ম্মলতা, ধৈর্য্য এবং মনের স্থিরতার বিস্তার হয়। তদ্ভিন্ন অপরিমিত মদ্যপান বিনাশের কারণ হইয়া থাকে।

---

(১) বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথা বলং।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতং যথা ॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং ॥

ভাবপ্রকাশ।

দেবনামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা।
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥

৩ প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র।

গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
পানিকর্ম্মণি গৌড়ী স্যাৎ সত্যা মাধ্ব্যাধমা সুরা ॥ ১৬ ॥

২ প্র, গোভিল গৃহ্যসূত্র।

মদ্যের প্রকার ভেদ।

মাধ্বীকং পানসং দ্রাক্ষং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবং।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধূকরং নারিকেলজং।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যানি দ্বাদশৈব চ॥

জটাধর।

অস্যাঃ সামান্য গুণঃ।

সুমধুরাম্লত্বং, কফমারুতনাশনত্বং, লঘুত্বং পুষ্টিকরত্বং, হৃদ্যত্বং, সারকত্বং, মদাবহত্বঞ্চ।

গৌড়ী মদিরা।

ধাতকীরসগুড়াদিকৃতা মদিরা গৌড়ী।

তদ্‌গুণা যথা—

তীক্ষ্ণত্বং, উষ্ণত্বং, মধুরত্বং, বাতনাশিত্বং, পিত্তবলকারিত্বং, দীপনত্বং পথ্যত্বং, কান্তিতৃপ্তিকারিত্বঞ্চ।

মাধ্বী মদিরা।

পুষ্পদ্রব্যাদি মধুসারময়ী মদিরা মাধ্বী।

তদ্‌গুণা যথা—

মধুরত্বং, নাত্যুষ্ণত্বং, পিত্তবাতনাশিত্বং; পাণ্ডুকামলগুল্মার্শঃ প্রমেহ-শমনত্বঞ্চ।

পৈষ্টী মদিরা।

বিবিধ ধান্যজাতা মদিরা পৈষ্টী।

তদ্‌গুণা যথা—

কটুত্বং, অম্লত্বং, তীক্ষ্ণত্বং, গৌরীসগত্বং, বাতহরত্বং, ঈষৎ পিত্তকরত্বং, মোহনত্বঞ্চ।

ঋতু বিশেষে পেয় মদিরা—

গৌরী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্টী হেমন্তবর্ষয়োঃ।
শরদ্‌গ্রীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্যা ন চান্যথা॥

মদ্য বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যং।

মদ্যপ্রয়োগং কুর্ব্বন্তি শূদ্রাদিষু মহার্ত্তিষু।
দ্বিজৈস্ত্রিভিস্তু ন গ্রাহ্যং যদ্যপ্যুজ্জীবয়েন্মৃতং॥

রাজনির্ঘণ্টে :

পেয়ং যন্মাদকৈর্লোকৈস্তন্মদ্যমভিধীয়তে।
যথারিষ্টং সুরা সীধুরাসবাদ্যমনেকধা॥

অরিষ্টং।

পক্কৌষধাম্বুসিদ্ধং যন্মদ্যং তৎ স্যাদরিষ্টকং।

সুরা।

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা।

বারুণী।

পুনর্ণবাশিলাপিষ্টৈর্বিহিতা বারুণী স্মৃতা।
সংহিতৈস্তালখর্জ্জুররসৈর্যা সাপি বারুণী॥

সীধু।

ইক্ষোঃ পক্কৈরসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্করসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥

আসব।

যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।

মাংস ব্যবহার (২) সম্বন্ধে।

মৃতঞ্চ ব্যাধিতং বৃস্টং বৃদ্ধং বালং বিষৈর্হতং।
অগোচরহতং ব্যাড়সূদিতং মাংসমুৎসৃজেৎ॥
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীতিদং গুরু হৃদ্যঞ্চমধুরং রসপাকয়োঃ॥

বৈদ্যক শাস্ত্র।

মৃত, রোগযুক্ত, বাসী, বৃদ্ধ, অতিশয় শিশু, বিষদ্বারা হত, অজ্ঞাত হত, সর্পদংষ্ট বা কোন বিষাক্ত জন্তু কর্ত্তৃক হত মাংস পরিত্যাগ করিবে। মাংস ভক্ষণে বায়ুরোগ নিবারণ হয়, স্থূলকায় হয়, বল ও পুষ্টি সম্পাদন করে, পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদ ও প্রীতিপদ হয়।

মৎস্য সম্বন্ধে।

নিঃশল্কা নিন্দিতা মৎস্যাঃ সর্ব্বে শল্কযুতা হিতাঃ।
বপুঃস্থৈর্য্যকরা বীর্য বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনাঃ॥

সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণ।

সাত্ত্বিকে গীতহাস্যাদি রাজসে সহসাদিকং।
তামসে নিন্দ্যকর্ম্মাণি নিদ্রাঞ্চ মদিরাচরেৎ॥

(২) মাংস-সম্বন্ধে জীবহিংসা দোষ থাকায় আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞার্থে পশুবধ জন্য পাপস্পর্শ হয় না। যথা—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞো হি ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ ৩৯॥

৫ অ, মনু।

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃধ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো গুরুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥

বৈদ্যক শাস্ত্র।

যে মৎস্যের আঁইস নাই তাহা নিন্দনীয়, আঁইসযুক্ত মৎস্য হিতক
শরীর স্নিগ্ধকর, বল পুষ্টি ও বীর্য্য বৃদ্ধিকর। উদরাময় দোষ নিবার
কফ ও মেদ বৃদ্ধিকর ও মেহরোগ নিবারক।

মৈথুন সম্বন্ধে।

শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥
সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥

চাণক্য সংগ্রহ।

শুষ্ক মাংস ভক্ষণ, বৃদ্ধা স্ত্রী উপভোগ, কন্যারাসিগত সূর্য্যের রে
সেবন, টাট্‌কা দধি ভোজন, প্রভাত সময়ে মৈথুন এবং নিদ্রা, এই ছ
বিষয় প্রাণ নাশক। আর সদ্য (টাট্‌কা) মাংস ভক্ষণ, নবীন অন্ন (গ
ভাত) ভোজন, বালিকা রমণী উপভোগ, সদ্য দুগ্ধ পান, অল্প উষ্ণ ঘৃত
জল পান এই ছয়টী বিষয় আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

অতএব বৎস! পদার্থ মাত্রই ব্যবহারগুণে অমৃতস্বরূপ এবং ব্যব
দোষে গরলস্বরূপ হইয়া থাকে। মদ্য মাংসাদির ব্যবহার বিষয়েও বিল
দোষ গুণ আছে। যিনি উহা ব্যবহার করিবেন, তিনি অবশ্য উ
দোষ গুণ জ্ঞাত হইয়া যথাযথ ব্যবহার জন্য সুখী হইবেন এবং অন্য
ব্যবহার জন্য কষ্ট পাইবেন। সর্ব্বসাধারণ জনগণের পক্ষে যাবতীয় ব

দোষগুণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে সমস্ত বস্তু হইতে মহান্ অনিষ্ট সম্ভব, তাহাই উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত অন্তের বা সাধারণের পক্ষে বিধি দেওয়া হয় নাই। এজন্ত মত্তাদি, সাধক ব্যতীত অন্ত স্থলে নিষিদ্ধ। সাধক ব্যক্তিও পুনর্ব্বার অধিকারী হইলে তবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না। বিশেষতঃ মগ্ন এবং মৈথুন, এই দুইটি বিষয় অতীব ভীষণ, ইহাদ্বারা জগতের যে পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্দ্বিগুণ পরিমাণে আবার অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। এ কারণ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ইহার বৃথা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গুরুদেব প্রমুখাৎ ঈদৃশ বাক্য শ্রুত হইয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! আপনার বাক্য শ্রবণে আমার অতীব সংশয় উপস্থিত হইতেছে। মগ্ন দ্বারা জগতের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে এবং অপকর্ষই বা কি হইয়াছে এবং এরূপ দ্রব্য সাধনকার্য্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবার কারণ কি? কৃপা করিয়া ব্যক্ত করুন।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! মগ্ন দ্বারা জগতের কি উৎকর্ষ সাধন এবং অপকর্ষই বা কি? এবং এরূপ দ্রব্য সাধন স্থলে নিয়োজিত হইল কেন? ইত্যাদি বিষয় সকল জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ। ভাল, শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হও।

গুরুদেব কহিলেন—

সুরৈঃ সুরেশসহিতৈর্যা সুরা পরিপূজিতা।
সৌত্রামণ্যাং হূয়তে যা কর্ম্মভির্যা প্রতিষ্ঠিতা॥ ১॥
যজ্ঞে হিতা যা শক্রস্ত সোমানি পিবতো ভৃশম্।
নিরুজস্তমসাবিষ্টঃ তস্মাদ্ দুর্গাৎ সমুদ্ধৃতা॥ ২॥

১২ অ, চরকসংহিতা।

ইন্দ্রদেব দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে সুরার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, সৌত্রামণী যজ্ঞে যে সুরা আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা কর্ম্মদ্বারা সংস্থাপিত, যাহা যজ্ঞের হিতকারিণী, যে সোমরস (সুরা) পান করিয়া ইন্দ্রদেব রোগশূন্য হইয়াছিলেন, সেই সুরা সমুদ্র মন্থনকালে দুস্তর জলধিতল হইতে (৩) যাজ্ঞিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদবিহিত উপায় দ্বারা উদ্ধার করা হইয়াছিল ॥ ১।২

যা দেবানামমৃতং ভূত্বা স্বধা ভূত্বা পিতৃংশ্চ যা।
সোমো ভূত্বা দ্বিজাতীন্‌যাযুঙ্‌ক্তে শ্রেয়োভিরুত্তমৈঃ ॥ ৫ ॥
আশ্বিনং যা মহত্তেজো বীর্য্যং সারস্বতঞ্চ যা।
বলমৈন্দ্রঞ্চ যা সোমঃ সৌত্রামণ্যাঞ্চ যা মতা ॥ ৬ ॥

১২ অ, চরকসংহিতা।

যে সুরা দেবতাদিগের অমৃত স্বরূপ, পিতৃলোকদিগের স্বধা স্বরূপ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের সোমস্বরূপ হইয়া উত্তম শ্রেয়ঃসাধন করে এবং যে সুরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মহত্তেজ, সরস্বতীর বীর্য্য, ইন্দ্রের বল ও সৌত্রামণী যজ্ঞে সোমস্বরূপ ॥ ৫।৬ ॥

---

(৩) সমুদ্র মন্থনকালে চতুর্দ্দশ রত্ন মধ্যে সুরাদেবীও একটি রত্ন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছিলেন।

সমুদ্রে মথ্যমানে তু ক্ষীরাব্ধৌ সাগরোত্তরে।
তত্রোৎপন্না সুরাদেবী কুমারীরূপধারিণী ॥
তাং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুর্দ্দেবীং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সসুরাসুরগন্ধর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ স সদাশিবাঃ ॥

তন্ত্র।

শোকারতিভয়োদ্বেগ-নাশনীয়া মহাবলা।
যা প্রীতির্যা রতির্যা বাগ্ যা পুষ্টির্যা চ নিবৃতিঃ ॥ ৭ ॥
যা সুরাসুরগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসমানুষৈঃ।
রতি সুরেত্যভিহিতা তাং সুরাং বিধিনা পিবেৎ ॥ ৮ ॥

১২অ, চরকসংহিতা।

যে সুরা শোক, অরতি (জড়তা, দৌর্ম্মনস্থ) ভয় ও উদ্বেগনাশক অত্যন্ত বলকারক, প্রীতি, রতি, বাক্য, পুষ্টি ও তৃপ্তিস্বরূপ। যে সুরা দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণ কর্ত্তৃক রতি বলিয়া কথিত হয়, সেই সুরা বিধি অনুসারে পান করা কর্ত্তব্য।

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথাবলম্।
প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমম্ ॥ ২৫ ॥

১২অ, চরকসংহিতা।

যেরূপ সামর্থ্য সেইরূপ মাত্রায় নিয়মিত সময়ে হৃষ্টচিত্তে অন্নের সহিত যে মদ্য পান করা যায়, তাহা অমৃত তুল্য হয়।

ইহ জগতে যাবতীয় অন্নরস সমস্তই মদ্যজাত (৪)। জীবমাত্রেরই প্রাণ যখন অন্নগত, তখন জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মদ্যই প্রকৃত কারণ

---

(৪) সমুদ্র মন্থনকালে (আনন্দ ভৈরবী) সুরা দেবী উত্থিত হইয়া সমস্ত দেবতাদিগকে সুরাদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ সুরা বণ্টনকালিন যে সকল বিন্দুপাত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যাবতীয় অন্ন রসের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

স্বরূপ। সুতরাং জগতের উৎকর্ষসাধনের মূলদেশে মদ্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

পুষ্পে মধু গোষু দুগ্ধং ধান্যে বীর্য্যং জলে রসং।
সর্ব্ববস্তু সমুদ্ভুতং কিমদ্ভুতং মতঃপরং ॥ ৫০ ॥

১ম পটল, ভৈরবযামল।

সমস্ত অন্নই মদ্য হইতে জাত এবং এই মদ্যরস, পুষ্পে মধুরূপে, গোসমূহে দুগ্ধরূপে, ধান্য মধ্যে বীর্য্যরূপে এবং জলমধ্যে রসরূপে বিদ্যমান

১ম পাত্র।

তদা প্রসন্নবদনা সুরাদানসমুৎসুকা।
আদৌ পাত্রং দদৌ দিব্যমানন্দরসপূরিতম্।
সদাশিবায় দেবেশি স নত্বা পাত্রমগ্রহীৎ ॥
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতা গুড়লতা ততঃ।
বিন্দুপাতাৎ কলা জাতাস্তাভ্যো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥
ইক্ষুভেদাশ্চ খদিরাস্তশনাস্তাঃ সিতাদয়ঃ।
ক্রমুকা নাগবল্লী চ শ্রবন্তীতি মহেশ্বরি।
গৌরী চৈতদ্‌যুতা প্রোক্তা সর্ব্বার্থফলদায়িনী ॥

২য় পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রমীশ্বরায় সুরাং শিবে।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং ততো জাতা হি বল্লরী ॥
বিন্দুপাতকলাভ্যোঽপি দ্রাক্ষাভেদাঃ সহস্রশঃ।
মৃদ্বীকাদ্যা মহাদেবি জাতাঃ পরমপাবনাঃ ॥
মাধ্বী প্রোক্তা মহাবিদ্যাসাধনে সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥

রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? সুতরাং ইহারই নাম উৎকর্ষ সাধন।

৩য় পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং রুদ্রায়ামৃতপূরিতম্।
পাত্রাদ্ বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতা গোধূমজাতয়ঃ॥
তৎকলাভ্যো মদন্তী চ জাতা বৈ ধান্যজাতয়ঃ।
পৈষ্টী প্রোক্তা সুরা দেবী পরমানন্দ-দায়িনী॥

৪র্থ পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং বিষ্ণবে পরমামৃতম্।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং সম্বিজ্জাতা ততঃ প্রিয়ে॥
তৎকলাভ্যোঽপি দেবেশি তদ্ভেদাঃ কনকাদয়ঃ।
অন্যে চ বহবো জাতাস্তদ্ভেদা মলবর্দ্ধনাঃ॥
বিজয়েতি ময়া প্রোক্তা বৈষ্ণবী পরমার্থদা।
সম্বিদাসবয়োর্ম্মধ্যে সম্বিদৈব গরীয়সী॥

৫ম পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং শ্রীসুরা পরমেষ্ঠিনে।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতা শীঘ্রং পুরূষিকা॥
তৎ কলাভ্যোঽপি সংজাতা ভেদাঃ ক্ষৌদ্ররসাদয়ঃ।
পানকং প্রোক্তমীশানি সর্ব্বসাধারণং পরম্॥
তৎকলাভ্যোঽপি সংজাতং জাতং জাতীফলং ততঃ।
তৎ কলাভ্যোঽপি সংজাতা ভেদাশ্চামলকাদয়ঃ।
পানকং নাম তদ্দ্রব্যং রসায়নমুদাহৃত॥

অপকর্ষ সাধন কিরূপ দেখ—

যথোপেতং পুনর্ম্মদ্যং প্রসঙ্গাদ্‌যেন পীয়তে।
রুক্ষব্যায়াম নিত্যেন বিষবদ্‌যাতি তস্য তৎ ॥ ২৬ ॥

১২প, চরকসংহিতা।

শক্তির অতিরিক্ত মাত্রায়, বিবেচনা না করিয়া, নিত্য রুক্ষসেবী ও ব্যায়ামশীল হইয়া মদ্য পান করিলে তাহা বিষের সমান হয়।

৬ষ্ঠ পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং গুরবে গিরিজে সুরা।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং গুড়পুষ্পং ততঃ শিবে ॥
জাতাস্তৎকালজা ভেদা নারিকেলফলাদয়ঃ।
পানকং নাম দেবেশি রসায়নমিদং পরম্ ॥

৭ম পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং শুক্রায়ামৃতনির্ভরম্।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতাং খর্জ্জূরপাদপাঃ।
তৎ কলাভ্যোঽপি সংজাতা ভেদা বাদরিকাদয়ঃ।
পানকং তদপি প্রোক্তং দিব্যং সন্তোষকারকম্ ॥

৮ম পাত্র।

ততো দদৌ পরং পাত্রং সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সকৃৎ।
পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতা সঞ্জীবনৌষধিঃ ॥
তৎকলাভ্যোঽপি সংজাতা বিবিধৌষধয়ঃ শিবে।
পানকং তদপি প্রোক্তং সর্ব্বসাধারণং পরম্ ॥
সর্ব্বার্থফলদং দেবি সর্ব্বসারস্বতপ্রদম্।
দত্ত্বা দিব্যং রসং দেবি সুরা তত্র তিরোদধে ॥

সত্যমেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্য বিধিবর্জ্জনম্ ॥ ৫৬।
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথা স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

১২অ, চরকসংহিতা।

অনিয়মে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু অন্ন যেমন স্বভাবানুসারে হিতকর মদও সেইরূপ জানিবে। অযুক্তি-যুক্ত মদ্য সেবন রোগের কারণ এবং যুক্তিযুক্ত মদ্য সেবন অমৃতের ন্যায় হইয়া থাকে।

অতএব সাধারণ লোক সকল হিতাহিত বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে না পারিলেই অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে।

শিষ্য কহিলেন, প্রভো! মদ্যের যদি এতাদৃশ গুণসমূহ বিদ্যমান আছে, তবে শাস্ত্রে উহা অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য এবং অস্পৃশ্য বলা হইল কেন?

গুরুদেব কহিলেন বৎস! ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণদেব কর্ত্তৃক সুরা অভিশপ্ত হওয়াতে উহা অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য এবং অস্পৃশ্য হইয়াছে (৫)

(৫) যন্মদ্যং রতিভোগার্থং সমানীতং দুরাত্মভিঃ।
ব্রহ্মশাপপরিভ্রষ্টং তদাপেয়ং যথা বিষং ॥ ৭১ ॥
যন্মদ্যং দেবতানাঞ্চ সম্প্রদানং ভাবেন্নচেৎ।
শুক্রশাপেন বিভ্রষ্টং তদপেয়ং সদাবুধৈঃ ॥ ৭২ ॥
অমন্ত্রপূতং যন্মদ্যং কৃষ্ণশাপহতং পুনঃ।
যজ্ঞার্চ্চনাদৌ নানীতং তদপেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৭৩ ॥

ভৈরবযামল।

অর্থাৎ শাপ বিমোচন না করিয়া উহা কোন প্রকারে গ্রহণ করিবার বিধি নাই।

শিষ্য কহিলেন,— প্রভো! সুরা শাপগ্রস্ত হইবার কারণ কি?

গুরুদেব কহিলেন,—অতিরিক্ত পান জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে অতীব ভীষণ ব্যাপার সকল সংঘটন লইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুরপতি ব্রহ্মা অতি পানানন্তর মত্ততাবশতঃ স্বীয় কন্যা সন্ধ্যা-দেবীর প্রতি কাম দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করাতে রুদ্রদেব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার ঊর্দ্ধ মস্তক খড়্গদ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, সেই অবধি চতুর্ম্মুখ হইয়া রহিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, অসুরদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য অতি মদ্যপান দ্বারা অজ্ঞান হইয়া নিজ শিষ্য কচকে সুরার সহিত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। উদর মধ্যে কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করাইলে তবে কচ উদর বিদারণ পূর্ব্বক নির্গত হইয়া শুক্রাচার্য্যকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদেব প্রভাসতীর্থে ছাপান্ন কোটি যদুবংশের সহিত মহা পানানন্তর বুদ্ধি ভ্রংশ নিবন্ধন আপনাপনি যুদ্ধ উপস্থিত করতঃ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল অনিষ্টপাত জন্য ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুরা অভিশপ্ত হওয়াতে (৬) উহা অপেয়, অগ্রাহ্য

ব্রহ্মা সম্বন্ধে (৬)।

পুরাকল্পে স্বয়ং ব্রহ্মা পূজয়িত্বা জগন্ময়ীং।
পীত্বা পানং ধ্যানযোগে স্থিতবান্ চক্রমধ্যগঃ॥ ৪৪॥
তদন্তরে দেবচক্রে সন্ধ্যানাম্নী চ কন্যকা।
আগতা দৈবযোগেন শ্যামা ষোড়শবার্ষিকী॥ ৪৫॥
মুমোহ ব্রহ্মা পানেন দৃষ্ট্বা তাং নবযৌবনাং।
আকর্ষয়ৎ পঞ্চমার্থং করেণাদায় তাং সতীং॥ ৪৬॥

এবং সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে অপকর্ষ-সাধন বলিতে হয়। আর মৈথুন জন্যও এইরূপে বিবিধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যথা—

বিপরীতক্রিয়াং বীক্ষ্য কোপেন মহতা তদা।
চক্রমধ্যস্থিতো রুদ্রো ভৃশং জজ্বালং তদ্‌বিধিং ॥ ৪৭ ॥
ত্রিশূলেনাচ্ছিনত্তত্র স্বয়ম্ভোঃ পঞ্চমং শিরঃ।
সন্ধ্যাং নিস্তারয়ামাস শরণাগতবৎসলঃ ॥ ৪৮ ॥
ইতি ভৈরবযামলে ভৈরবভৈরবী সংবাদে চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

শুক্র সম্বন্ধে।

শুক্রোদৈত্যগুরুঃ পূর্ব্বে সিদ্ধ্যর্থং কৃতবান্ জপং।
কল্পকোটিজপেনাপি ন সিধ্যতি কদাচন ॥
পীত্বাসবং মহাদেবি প্রত্যহং জপতৎপরঃ।
চিত্তোন্মাদং তদা তস্য জাতং পরমকৌতুকম্ ॥
জপভ্রষ্টোঽভবত্তত্র সস্মার বনিতাং শুভাং।
ততোর্ব্বশী চ স্বর্ব্বেশ্যা তত্র গত্বা মনোরমং ॥
বাক্যং সর্ব্বরসস্বাদু কথয়িত্বা সুশোভনে।
শুক্রেণ সার্দ্ধং দেবেশি রময়ামাস চোর্ব্বশী ॥
শুক্রোৎপত্তিশ্চ জায়তে জ্ঞানং যজ্ঞে ততঃ পরং।
তত্ত্বং জ্ঞাত্বা ততঃ শুক্রঃ শশাপাসবমুত্তমং ॥
তেন শাপেন দেবেশি সপ্তঞ্চাসবমুত্তমং।
ততঃ প্রভৃতি তদ্দেবি সিদ্ধয়ে ন চ জায়তে।
এবং ক্রমেণ দেবেশি শতবর্ষং গতং প্রিয়ে ॥

ব্যযচ্ছন্তশ্চ বহবঃ স্ত্রীষু নাশং গতা অমী।
ইন্দ্র-দণ্ডক্য-নহুষ-রাবণাদ্যাঃ সদা হৃতঃ ॥ ১১৪ ॥
অতৎপর-নরৈস্তৈব স্ত্রীসুখায় ভবেৎ সদা।
সহায়িনী গৃহাকৃত্যে তাং বিনান্যো ন বিদ্যতে ॥ ১১৫ ॥

ইন্দ্র দণ্ডক্য নহুষ এবং রাবণ প্রভৃতি মহারথি ভূপতিগণ চঞ্চল নয়না ললনাদিগের প্রতি আসক্ত হইয়াই যারপর নাই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

ততঃ সা চ ভগবতী কালী কালস্বরূপিণী।
উবাচ সাদরং বাক্যং কালী দৈত্যগুরুং প্রতি ॥

শুক্রং প্রতি দেবী-বাক্যং।

শৃণু বৎস মদ্বাক্যং সাবধানাবধারয়।
কথং শপ্তং মহাভাগ চাসবং দেবদুর্ল্লভং ?

শুক্র উবাচ।

আসবঞ্চ ময়া শপ্তং কারণং শৃণু ভৈরবি।
পিত্তাসবং মহাদেবি ন সিদ্ধির্জ্জায়তে মম ॥
তস্মাৎ শপ্তং মহেশানি সর্ব্বং নিগদিতং শৃণু ॥

দেব্যুবাচ।

প্রহসন্নিব সা দেবী শুক্রং দৈত্যগুরুংপ্রতি।
অমন্ত্রিতা সুরা বিপ্রপুক্তা পরমদুর্ল্লভাঃ ॥
তেনৈব হেতুনা সিদ্ধির্ন জাতা তব সুন্দর।
অমন্ত্রিত সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তং বিধিয়তে ॥
আয়সে তাজনে ভদ্রে স্বর্ণে রৌপ্যে তথৈব চ।
ব্রাহ্মণো বেদবাংশ্চৈব পিবেচ্চ বারুণীং শুভাং ॥

এজন্য পরস্ত্রীর প্রতি কখনও আসক্ত হইবে না। যাঁহারা আসক্ত না হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী মঙ্গলদায়িকা, যেহেতু স্ত্রী না হইলে গার্হস্থ কার্য্য কিছুই সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীতে মাত্র উপগত হইবে।

এরূপ অপেয়, অগ্রাহ্য দ্রব্য সাধন স্থলে নিয়োজিত হইল কেন? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিতে হয় যে, এরূপ নিয়োজন শাপগ্রস্ত

তপ্তাং সুরাং পিবেচ্চৈব নান্যথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ইতি তে কথিতং দিব্যং সারবৃত্তান্তমুত্তমম্॥
অপেয়া সা নিষিদ্ধা সানাঘ্রেয়া চেতি চ ক্রমাৎ।
অনিগ্রাহ্যা চ সা দেবি সৈব বৈধতয়া ভবেৎ॥
তস্মাজ্জপবিধৌ জ্ঞেয়া সুরা সিদ্ধিকরী মতা।
সর্ব্ববর্ণৈর্ম্মহেশানি দেয়া চ ত্রিবিধা সুরা।
গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ ইত্যাদি ইত্যাদি॥

৪র্থ পটল, বৃহন্নীল তন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে।

তত তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্ট-বিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈ ভ্রশ্যতে মতিঃ॥ ১২॥
মহাপানাতিমত্তানাং বীরাণাং নষ্টচেতসাং।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ ১৩॥

৩০ অ, ১১ স্কন্ধ, ভাগবত।

অনন্তর দুরদৃষ্ট নিবন্ধন বিভ্রংশিত বুদ্ধি যাদবগণ, যে দ্রব্যে মতিভ্রষ্ট হইতে হয়, সেই মৈরেয়ক নামক মদ্য অতিমাত্র পান করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে বিমোহিত হইয়া মহাপানে অতিমত্ত নষ্টচেতা ক্রমশঃ পরস্পর মহাকলহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

হইবার পরে হয় নাই, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ নিয়োজিত আছে। তৎপরে দেব-ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হওয়াতে সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে এব বৃথা ব্যবহার পক্ষে অপেয় হইয়াছে মাত্র। তাই বলিয়া সুরা নিজে অভিশপ্ত হয় নাই, কেবল ব্যবহার বিশেষে অভিসম্পাতে হইয়াছে মাত্র সুরা যা তাই আছে, অভিসম্পাত নষ্ট হয় নাই। যথা—

শাপগ্রস্তোঽপি দেবানাং ন নষ্টং স জগাম্বহ।
ব্রহ্মাদিভিঃ সদাপেয়মদ্ভূতং কিমতঃপরং ॥ ৪৯ ॥

১প, ভৈরব যামল।

শাপগ্রস্ত হইয়াও সেই দ্রব্য অর্থাৎ সুরা নষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণের সর্ব্বদাই পেয় অর্থাৎ পান করিবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে।

অতএব সুরা নিজে অভিশপ্ত নহে, কেবল ব্যবহার প্রতি অভিশাপ আছে মাত্র। এজন্য সাধনাদি কার্য্যে ব্যবহার জন্য শাপ বিমোচন করিয়া লইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এ নিমিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

অসংস্কৃতাং সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ।
সংস্কৃতান্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ ॥

উৎপত্তি তন্ত্র।

যে সুরা শোধন করা হয় নাই, ব্রাহ্মণ তাহা পান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হয়। আর শোধিত অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া সুরা পান করিলে ব্রাহ্মণ জলন্ত অগ্নি সদৃশ তেজস্বী হয়েন।

এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! এমন বিষম পদার্থ সাধনজন্য ব্যবস্থা হইল কেন?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! এরূপ সাধনপ্রণালী কৌলিক। এজন্য সেই প্রকার প্রথানুসারে সাধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। যে দেবতার পক্ষে যাহা (৭) কৌলিক, তাহাতে তদ্রূপই করিতে হইবে, অন্য প্রকার করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! কৌলিক কাহাকে বলে?

গুরুদেব কহিলেন—

যস্মিন্ দেশে য আচারো নির্দ্দিষ্টো মন্ত্রসাধনে।
তদাচার-বিশিষ্টো যঃ কৌলিকঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

১১ প, নির্ব্বাণতন্ত্র।

মন্ত্র সাধন হেতু যে দেবতার যে বিষয়ে যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুযায়ী যে আচরণ, তাহার নাম কৌলিক।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! এরূপ কৌলিক প্রথার ব্যবস্থাপক কে?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! কৌলিক প্রথার ব্যবস্থাপক দেবী স্বয়ংই।

(৭) যে দেবতার যেরূপ কৌলিক আচার।

ভক্ত্যা সূর্য্যঃ প্রণামেন সদ্যো যাতি প্রসন্নতাং।
গণেশো ভক্তিভাবেন মোদকাদ্যেন তুষ্যতি॥
বিষ্ণুঃপ্রসাদমাপ্নোতি নাম্না সদ্ভক্তিশালিনাং।
মুখবাদ্যেন নৃত্যেন শিবঃ সন্তোষমালভেৎ॥
সদ্যঃ পঞ্চমকারেণ তুষ্টা ভবতি চণ্ডিকা।
যস্য দেবস্য যো ধর্ম্মো যথাচারো যথাবলিঃ॥
বিধিনা কুর্ব্বতাং পুংসাং মুক্তিং যচ্ছন্তি দেবতাঃ।
দেবতানাং পৃথগ্‌ভাবাঃ পৃথগ্‌ ধর্ম্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ।

উত্তরখণ্ড ভৈরবযামল ৪র্থ পটল।

কুলীনগণ ঐ প্রথার প্রবর্ত্তক, তাঁহারা যে মার্গ দেখাইয়াছেন, যে মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, সেই মার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত আরচণ করিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব (৮) এইরূপ কুলমার্গ পরিত্যাগ করিয়া

(৮) বশিষ্ঠ প্রকরণ।

বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রোঽপি চিরকালং সুসাধনম্।
চকার নির্জনে দেশে কৃচ্ছ্রেণ তপসা বশী ॥
শতং সহস্রং বর্ষঞ্চ ব্যাপ্য যোগাদি-সাধনম্।
তথাপি সাক্ষাদ্‌গিরিজা ন বভূব মহীতলে ॥
ততো জগাম ক্রুদ্ধোঽসৌ তাতস্য নিকটে প্রভুঃ।
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস স্বীয়াচারক্রমঃ প্রভো ॥
অন্যমন্ত্রং দেহি নাথ এষা বিদ্যা ন সিদ্ধতি।
অন্যথা সুদৃঢ়ং শাপং তবাগ্রে প্রদদামি হি ॥
ততস্তং বারয়ামাস এবং ন কুরু ভোঃ সুত।
পুনস্তাং ভজ ভাবেন যোগমার্গেণ পণ্ডিত ॥
ততঃ সা বরদা ভূত্বা আগমিষ্যতি তেঽগ্রতঃ।
সা দেবী পরমা শক্তিঃ সর্ব্বসঙ্কটতারিণী ॥
কোটিসূর্য্যপ্রভা নীলা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
স্থিরবিদ্যুল্লতাকোটি সদৃশী কালকামিনী ॥
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বাত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতা।
শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা ॥
অনন্ত মহিমা দেবী সংসারার্ণবতারিণী।
বুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধমাতা অথর্ব্ববেদশাখিনী ॥

স্বীয় মতানুসারে বৈদিক আচরণ দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে বিরক্ত হইয়া দেবী-মন্ত্রে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তৎপরে দৈববাণী দ্বারা দেবী কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া কুলাচার মার্গ অবলম্বনানন্তর বুদ্ধদেবের সহায়তায় মহাচীন প্রদেশে তপস্যা করিয়া সিদ্ধকাম হয়েন। অতএব বৎস! অন্যান্য মার্গ অবলম্বন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার উপায় নাই।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! আপনি কহিলেন যে, কুলীনগণ ঐ কৌলিক প্রথার প্রবর্ত্তক, অতএব কুলীন কে কে, তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়।

গুরুদেব কহিলেন—

কুলীনঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ কুলীনস্তু হরি স্বয়ম্।
কুলীনো বাসবো দেবঃ কুলীনস্তু পিতামহঃ॥
কুলীনা মুনয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ।
কিন্নরাশ্চ কুলীনাশ্চ নরাশ্চ পশুজীবিনঃ॥

দেবাদিদেব মহাদেব তিনি কুলীন, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু তিনি কুলীন, বাসবদেব কুলীন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তিনি কুলীন। আর আর মুনিগণ, পিতৃগণ, কিন্নরগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই কুলীন বলিয়া জানিবে।

সা পাতি জগতাং লোকাং তস্যাঃ কর্ম্ম চরাচরম্।
ভজ পুত্র স্থিরানন্দঃ কথং শপ্তুং সমুদ্যতঃ॥
একান্ত চেতসা নিত্যং ভজ পুত্র দয়ানিধে।
তস্যা দর্শনমেবং হি অবশ্যং সমবাপ্স্যসি॥
এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগাম জলধেস্তীরে পরম্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগাম জলধেস্তীরে পরমং মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ॥

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! কুলাচার-প্রথায় পঞ্চতত্ত্ব নিয়োজিত হইল কেন? ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে কৃপা করিয়া জ্ঞাত করুন। জগতে এত দ্রব্যাদি থাকিতে এরূপ ব্যবস্থা কে করিল? তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।

গুরুদেব কহিলেন,—প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পূজোপহার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে; কারণ, মদ্য বলিলে যখন জগতের সমস্ত অনলময় দ্রব্যের উৎপাদিকা শক্তিরূপ তেজকে বুঝায়, মাংস বলিলে যখন জগতের সমস্ত প্রাণিপুঞ্জকে বুঝায়, মৎস্য বলিলে যখন সমস্ত মৎস্যজাতিকে বুঝায়, মুদ্রা বলিলে যখন উদ্ভিজ্জাদি তাবৎ পদার্থকেই বুঝায়, মৈথুন বলিলে যখন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কারণীভূত অব্যক্ত আনন্দরসপূর্ণ ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিকে বুঝায়, তখন আর জগতে এমন কোনরূপ পদার্থ বা ক্রিয়া রহিল না, যদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, দেবীর তৃপ্তির জন্য এই পদার্থটী

সহস্রবৎসরং সম্যগ্ জজাপ পরমং জপম্।
আদেশোঽপি ন বভূব ততঃ ক্রোধপরো মুনিঃ
ব্যাকুলাত্মা মহাবিদ্যাং বশিষ্ঠঃ শপ্তুমুদ্যতঃ।
দ্বিরাচাম্য মহাশাপঃ প্রদত্তশ্চ সুদারুণঃ॥
তেনৈব মুনিনা সাথ মুনেরগ্রে কুলেশ্বরী।
আজগাম মহাবিদ্যা যোগিনামভয়প্রদা॥
অকারণমরে বিপ্র শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
মমসেবাং ন জানাসি মৎকুলাগমচিন্তনম্॥
কথং যোগাভ্যাসবশান্মৎপাদাম্ভোজদর্শনম্।
প্রাপ্নোতি মানুষো দেবো মম ধ্যানমদুঃখদম্॥

উৎসর্গ করিবার বাকী রহিল; সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত জগতের সমষ্টিমাত্র। পঞ্চতত্ত্ব দিয়া আরাধনা করাও যা, আর সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড উৎসর্গ করাও তা। এনিমিত্ত দেবীর তৃপ্তি সাধন জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক এরূপ ব্যবস্থা সংকল্পিত হইয়া কৌলিক-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপ আরাধনা কার্য্যদ্বারা তাঁহারা সকলেই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া উহা অভ্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা চিরপ্রচলিত এবং কৌলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক যে এই প্রথা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ নিশ্চয় নিদর্শন আছে কি না?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! কিছুতেই তোমার সংশয় ভঞ্জন হইতেছে না, অতএব তোমার নিকট একটী সুন্দর রহস্য কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তোমার সন্দেহ দূর হইবে।

যঃ কুলার্থী সিদ্ধমন্ত্রী মদ্বেদাচারনির্ম্মলঃ।
মমৈব সাধনং পুণ্যং দেবানামপ্যগোচরম্॥
বৌদ্ধদেশেঽথর্ব্ববেদে মহাচীনং তদাব্রজ।
তত্র গত্বা মহাভাবং বিলোক্য মৎপদাম্বুজম্॥
মৎকুলজ্ঞো মহর্ষে ত্বং মহাসিদ্ধো ভবিষ্যসি।
এতদ্বাক্যং কথয়িত্বা বায়ব্যাকাশগামিনী॥
নিরাকারাভবচ্ছীঘ্রং ততঃ সাকাশবাহিনী॥
ততো মুনিবরঃ শ্রুত্বা মহাবিদ্যাং সরস্বতীং।
জগাম চীনভূমৌ চ যত্র বুদ্ধঃ প্রতিষ্ঠিতি।
পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাসৌ বশিষ্ঠঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
রক্ষ রক্ষ মহাদেব বুদ্ধরূপধরাব্যয়॥

পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বাপর সকলেরই সংশয় হইয়া আসিতেছে এবং সে সংশয়ের উচ্ছেদও হইতেছে, কারণ সংশয়োচ্ছেদ না হইলে এত দিন এ ব্যবহার রহিত হইত। একদা এ সম্বন্ধে পার্ব্বতীদেবী সংশয়চিত্ত হইয়া শঙ্করদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তত্র মে সংশয়ো নাসীৎ যথাতথ্যং সুরার্চ্চনে।
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবী-পূজনং বিফলং ভবেৎ ॥
তৎকারণং বদ বিভো যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
ইদং রহস্যং পরমং দেবানামপি দুর্ল্লভং ॥

৯০প, পূ খণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত দেবীর পূজা যে বিফল হয়, ইহাতে আমার অতীব সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রভো! যদি আপনি সেই তত্ত্ব জ্ঞাত

অতিদীনং বশিষ্ঠং মাং সদা ব্যাকুলচেতসম্।
ব্রহ্মপুত্রং মহাদেবী-সাধনায়াজগাম চ ॥
সিদ্ধিমার্গং ন জানামি বেদমার্গপরো হরঃ।
তবাচারং সমালোক্য ভয়ানি সন্তি মে হৃদি ॥
তন্নাশয় মম ক্ষিপ্রং দুর্বুদ্ধিং বেদগামিনীং।
বেদবহিষ্কৃতং কর্ম্ম সদা তে চালয়ে প্রভো ॥
কথমেতৎপ্রকারঞ্চ মদ্যং মাংসং তথাঙ্গনাং।
সর্ব্বে দিগম্বরাঃ শিষ্টা বহুপানোদ্ধতা বরাঃ ॥
মুহুর্মুহুঃ প্রপিবন্তি প্রচুম্বন্তি বরাঙ্গনাম্।
সদা মাংসাসবৈঃ পূর্ণা মত্তা রক্তবিলোচনাঃ ॥

থাকেন, তাহা হইলে তাহার কারণ কি প্রকাশ করিয়া বলুন; যেহেতু এই পরম রহস্য দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ।

শ্রীশিব উবাচ।

একদা কালিকালোকে চক্রপূজনকর্ম্মণি।
নিমন্ত্রিতোঽহং গতবান্ সংশয়াবিষ্টচেতসা॥ ঐ॥

একদা কালিকালোকে চক্রানুষ্ঠান কার্য্যে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তথায় গমন করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।

মদ্যাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যরাশিং সুদুর্ব্বহং।
মুদ্রাণাং সমবেতানামসংখ্যানাং মহত্তরং॥
কালিকাপূজনার্থায় ময়া দৃষ্টং মহেশ্বরি।
পঞ্চমীশক্তিসহিতমপূর্ব্বং পরিকল্পিতং॥ ঐ॥

হে মহেশ্বরি! তথায় গমন করিয়া দেখিলাম যে, জগন্মাতার নিমিত্ত

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তাঃ পূর্ণান্তঃকরণোদ্যতাঃ।
বেদস্যাগোচরাঃ সর্ব্বে মদ্যস্ত্রীসেবনে রতাঃ॥
ইত্যুবাচ মহাযোগী দৃষ্ট্বা বেদবহিষ্কৃতম্।
প্রাঞ্জলির্ব্বিনয়াবিষ্টো বদ চৈতৎ কুলং প্রভো॥
মনঃপ্রবৃত্তিরেতেষাং কথং ভবতি পাবন।
কথং বা জায়তে সিদ্ধির্ব্বেদকার্য্যং বিনা প্রভো॥

বুদ্ধ উবাচ।

বশিষ্ঠ শৃণু বক্ষ্যামি কুলমার্গমনুত্তমং।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ রুদ্ররূপী ভবেৎ ক্ষণাৎ॥

মদ্যের সমুদ্র, মাংসের পর্ব্বত, মৎস্যের স্তূপ পূজার অসংখ্য প্রকার মুদ্রা এবং পঞ্চমার্হাশক্তির আয়োজন করা হইয়াছে।

মহদ্বিস্ময়মাপন্নং হৃদয়ে পশ্যতো মম।
প্রণম্য কালিকাং দেবীং কৃতাঞ্জলি পুরঃসরং॥
পৃচ্ছেয়ং বহুযত্নেন সংশয়োচ্ছেদনায় চ॥ ঐ॥

এই সমস্ত দেখিয়া আমার হৃদয়ে মহাসংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি বহু যত্নের সহিত কালিকাদেবীকে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর প্রণাম করিয়া সংশয়োচ্ছেদ জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

শ্রূয়তামাদিপ্রকৃতে চিরং যন্মে হৃদি স্থিতং।
কারণং পঞ্চতত্ত্বানাং ব্রূহি মাং দীনবৎসলে॥ ঐ॥

হে দীন বৎসলে, আদিপ্রকৃতে! পঞ্চতত্ত্বের কারণ কি? ইহা কহিয়া আমার চির সন্দেহ নিবারণ করুন।

সংক্ষেপেণ সর্ব্বসারং কুলসিদ্ধ্যর্থমাগমম্।
আদৌ শুচির্ভবেদ্বীরো বিবেকাক্রান্তমানসঃ॥
পশুভাবস্থিরচেতাঃ পশুসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
একাকী নির্জনে স্থিত্বা কামক্রোধাদিবর্জ্জিতঃ॥
সদা যোগাভ্যাসরতো যোগশিক্ষা দৃঢ়ব্রতঃ।
বেদমার্গাশ্রিতো নিত্যং বেদার্থনিপুণো মহান্॥
এবং ক্রমেণ ধর্ম্মাত্মা শীলৌদার্য্যগুণান্বিতঃ।
ধারয়েন্মারুতং নিত্যং শ্বাসমার্গে মনোলয়ম্॥
এবমভ্যাসযোগেন বশী যোগী দিনে দিনে।
শনৈঃ শনৈঃ ক্রমাভ্যাসাদ্দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ॥

আদিপ্রকৃতিরুবাচ।

আদিকল্পে সুরেশান ব্রহ্মণা কল্পিতা বলিঃ।
পূজার্থং পঞ্চদেবানাং পৃথগ্‌ভাবেন শাশ্বতীঃ॥ ঐ॥

আদি কল্পে পঞ্চ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ পূজার নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বলি অর্থাৎ নৈবেদ্যাদি পূজোপহার সকল কল্পিত হইয়াছিল।

মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
প্রণায়ামেন সিদ্ধঃ স্যান্নরো যোগেশ্বরো ভবেৎ॥
যোগী ভূত্বা কুম্ভকজ্ঞো মৌনী ভক্তো দিবানিশম্।
শিবে কৃষ্ণে ব্রহ্মপদে একান্তভক্তিসংযুতঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা এতে বায়বীগতিচঞ্চলাঃ।
এবং বিভাব্য মনসা কর্ম্মণা বচসা শুচিঃ॥
শক্তৌ চিত্তং সমাধায় চিদ্রূপায়াং স্থিরাশয়ঃ।
ততো মহাবীরভাবং কুলমার্গমহোদয়ম্॥
শক্তিচক্রং সপ্তচক্রং বৈষ্ণবং নববিগ্রহম্।
সমাশ্রিত্য ভজেন্মন্ত্রী কুলকাত্যায়নীং পরাম্॥
প্রত্যক্ষদেবতাং শ্রীদাং চণ্ডোদ্বেগনিকৃন্তনীম্।
চিদ্রূপাং জ্ঞাননিলয়াং চৈতন্যানন্দবিগ্রহাম্॥
কোটিসৌদামিনীভাসং সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণীম্।
অষ্টাদশভুজাং রৌদ্রীং শিবাং মাংসাচলপ্রিয়াং॥
আশ্রিত্য প্রজপেন্মন্ত্রং কুলমার্গাশ্রয়োনরঃ।
কুলমার্গাৎ পরং মার্গং কো জানাতি জগত্রয়ে॥

রবের্গণপতের্বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শূলিনঃ।
পূজোপহারং যৎ প্রোক্তং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং॥

সূর্য্য, গণপতি বিষ্ণু এবং শিবের পূজার্থে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছিল।

অথাম্বাপূজনার্থায় নৈবেদ্যং যৎ প্রকল্পিতং।
ন জগ্রাহ মহাকালী মন্ত্রপূতমপি প্রভো॥ ঐ॥

কিন্তু জগদম্বার পূজার জন্য যে নৈবেদ্য কল্পিত হইয়াছিল, তাহা মহাকালী গ্রহণ করেন নাই।

এতন্মার্গপ্রসাদেন ব্রহ্মা স্রষ্টা স্বয়ং মহান্।
বিষ্ণুশ্চ পালনে শক্তো নির্ম্মলঃ সত্ত্বরূপধৃক্॥
সর্ব্বসেব্যো মহাপূজ্যো যজুর্ব্বেদাধিপো মহান্।
হরঃ সংহারকর্ত্তা চ বীরশ্চোন্মত্তমানসঃ॥ ১
সর্ব্বেষামন্তকঃ ক্রোধী ক্রোধরাজো মহাবলী।
বীরভাবপ্রসাদেন দিকৃপালা রুদ্ররূপিণঃ॥
বীরাধীনমিদং বিশ্বং কুলাধীনঞ্চ বীরকম্।
অতঃ কুলং সমাশ্রিত্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো জড়ঃ॥
মাসেনাকর্ষণং সিদ্ধির্দ্বিমাসে বাক্‌পতির্ভবেৎ।
মাসত্রয়েণ সংসর্গাজ্জায়তে রুদ্ররূপধৃক্॥
এবঞ্চতুষ্টয়ে মাসি ভবেদ্দিক্‌পালগোচরঃ।
পঞ্চমে পঞ্চবাণঃ স্যাৎ ষষ্ঠে চ সুরবল্লভঃ॥
এতন্মমাচারসারং সর্ব্বেষামপ্যগোচরম্।
এতন্মার্গং কৌলমার্গং কৌলমার্গাৎ পরং নহি॥

নাভূৎ প্রসন্না সর্ব্বাণী যজনে পরমেষ্ঠিনঃ।
ধাতা সঞ্চিন্তয়ামাস তদা মনসি বিস্ময়ং ॥ ঐ ॥

এ জন্য ব্রহ্মা মনে মনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, জগন্মাতা আমার পূজায় সন্তুষ্টা হইলেন না, অতএব উপায় কি ?

যোগিনাং দৃঢ়চিত্তানাং ভক্তানামেকমানতঃ।
কার্য্যসিদ্ধির্ভবেন্নারী কুলমার্গপ্রসাদতঃ ॥
পূর্ণযোগী ভবেদ্বিপ্রঃ ষণ্মাসাভ্যাসযোগতঃ।
শক্তিং বিনা শিবোঽশক্তঃ কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা বুদ্ধরূপী চ কারয়ামাস সাধনম্।
কুরু বিপ্র মহাশক্তি-সেবনং মন্ত্রসাধনম্ ॥
মহাবিদ্যা-পদাম্ভোজ-দর্শনং সমবাপ্স্যসি।
এবং শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং স্মৃত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥
মদিরাসাধনং কর্ত্তুং জগাম কুলমণ্ডলে।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ ॥
পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণযোগী বভূব সঃ ॥
যোগমার্গং কৌলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো।
যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
সন্ধিকালং কুলপথং যোগেন জড়িতং সদা।
ভগসংযোগমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
এতদ্যোগং বিজানীয়াৎ জীবাত্মপরমাত্মনোরিতি ॥

রুদ্রযামল।

আকাশবাণী।

ত্বয়োপচারং দেব্যর্থে ব্রহ্মন্ যৎ কল্পিতং মখে।
তত্র মে প্রীতিরত্যন্তং নাস্ত্যেব কমলাসন॥
পঞ্চতত্ত্বেন বলিনা যো মামর্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্মৈ কিং কিং ন দাস্যামি চতুর্ব্বর্গাদিকং ফলং॥

৯০ প, পূর্ব্ব খণ্ড, কৈলাস তন্ত্র।

ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, হে কমলাসন! আমার পূজার জন্য তুমি যে যে উপচার কল্পনা করিয়াছ, তাহা আমার অত্যন্ত অপ্রীতিকর। পঞ্চতত্ত্ব রূপ পূজোপচার দ্বারা যে আমার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমি চতুর্ব্বর্গ ফল প্রভৃতি কি না দিয়া থাকি?

ব্রহ্মোবাচ।

পঞ্চতত্ত্বং ন জানামি ব্রূহি মে জগদম্বিকে।
কিং নামধেয়ং তত্ত্বানাং কুতো জাতং তবার্চ্চনে॥ ঐ॥

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—হে জগদম্বিকে! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে? তাহা আমি জানি না। আপনার পূজার উপকরণ পঞ্চতত্ত্বের নাম কি? এবং কোথায় পাওয়া যায়?

আকাশবাণী।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যঃ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতৈর্মামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্য তুষ্টাস্মি সর্ব্বদা॥

পুনরায় আকাশবাণী হইল যে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই

মদ্যং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রো মৎস্যস্ততঃপরং।
মুদ্রাত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ॥

৯০ প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলে আমি সন্তুষ্ট হই। মদ্য=বিষ্ণু, বিধি=মাংস, রুদ্র=মৎস্য, ঈশ্বর=মুদ্রা এবং সদাশিব=মৈথুন।

নামান্যেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানি তে।
ইত্যুক্ত্বা সহসা বাণী তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥ ঐ॥

পঞ্চতত্ত্বের এই পাঁচটি নাম বলিলাম। এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ প্রাণ হইতে উৎপন্ন। আকাশবাণী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

আদিপ্রকৃতিরুবাচ।

এবং শ্রুত্বা ততো ধাতা বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
তদৈব ব্রহ্মণো দেহাৎ পঞ্চতত্ত্বং সমুল্লসৎ॥
প্রাণেন মদিরা জাতা হ্যপানেনাপ্যজঃ স্বয়ং।
সমানেন তথা মৎস্য উদানেন তু চর্ব্বণং॥

৯০ প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এমত সময়ে ব্রহ্মার দেহ হইতে পঞ্চতত্ত্ব আবির্ভূত হইল। প্রাণবায়ু হইতে মদ্য, অপানবায়ু হইতে মাংস, সমানবায়ু হইতে মৎস্য এবং উদানবায়ু হইতে মুদ্রা উৎপন্ন হইল।

ব্যানেন শক্তিঃ সম্ভূতা ব্রহ্মণঃ পুরতস্তদা।
যজনার্থং সমুৎপন্নং জ্ঞানং মনসি বেধসঃ ॥
ততস্তৈঃ পূজিতা দেবী বিধিনা বিধিপূর্ব্বকং।
প্রত্যক্ষা সমভূত্তত্র প্রসন্না জগদম্বিকা ॥

৯০ প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

ব্যানবায়ু হইতে শক্তি আবিভূত হইল। এইরূপ জগদম্বার পূজার জন্য পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মার মনে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। তখন, ব্রহ্মা এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর আরাধনা করিলে, জগদম্বা প্রসন্না হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন।

দেব্যুবাচ।

বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
পূজনাপ্যায়িতা দেব প্রসন্নাহং সদা, ত্বয়ি ॥

দেবী কহিলেন,—তোমার পূজাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ব্রহ্মোবাচ।

প্রসন্না যদি মে দেবি বরমেকং প্রযচ্ছ তৎ।
পঞ্চতত্ত্বেন যে ভক্ত্যা পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥
তেষাং বরং দদাত্বদ্য ধর্ম্মকামার্থমুক্তিকং।
ত্বয়ি লীনা ভবিষ্যন্তি জীবন্মুক্তাঃ সদৈবতে ॥

৯০ প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিউন যে, যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আপনার অর্চ্চনা

করিবে, সে যেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করে, জীবন্মুক্ত হয় এবং অন্তে যেন আপনাতে লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে।

আদি প্রকৃতিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতী সহসান্তর্দধে শিব।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ পূজনং পঞ্চতত্ত্বকৈঃ॥

৯০প, পূ খণ্ড, কৈলাস তন্ত্র।

আদি প্রকৃতি কহিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। ইহা বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। সেই অবধি লোকে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা চলিয়া আসিতেছে।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! জগদম্বার আরাধনার জন্য যেরূপ পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অন্যান্য দেবতাদিগের আরাধনার জন্য ফল, জল, পত্র, পুষ্প দ্বারা কিরূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন?

গুরুদেব কহিলেন,—হে বৎস! দেবীর আরাধনার জন্য যেরূপ পঞ্চতত্ত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে, অন্যান্য দেবগণের জন্যও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা সঙ্কল্পিত হইয়াছিল। যথা—

সূর্য্যারাধনার জন্য—

জবাকুসুমসদ্রক্ত-চন্দনৈর্ধূপদীপকৈঃ।
পায়সেন বলিং দদ্যাৎ সূর্য্যায় শুভমিচ্ছতা॥

৯০প, পূ খণ্ড, কৈলাস তন্ত্র।

যিনি মঙ্গলেচ্ছা করেন—তিনি জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, ধূপ, দীপ,

পুজোপহার দ্বারা সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন, এরূপ বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

গণেশারাধনার জন্য—

জাতীযূথীমল্লিকাভি-র্বিল্বপত্রস্রক্চন্দনৈঃ।
গণেশপূজনার্থায় মোদকঞ্চ প্রকল্পয়েৎ॥

৯০প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র।

গণদেবের পূজার নিমিত্ত জাতী পুষ্প, যুথী পুষ্প ও মল্লিকাদি পুষ্প বিল্বপত্র, মাল্য, চন্দন এবং লড্ডুক ইত্যাদি সংকল্পিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর আরাধনার জন্য—

মাধবীমালতীকুন্দ-তুলসীশ্বেতচন্দনৈঃ।
ভক্তিমানর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং নবনীতৈঃ সশর্করৈঃ॥ঐ॥

বিষ্ণুদেবের পূজার্থে মাধবীপুষ্প, মালতীপুষ্প, কুন্দপুষ্প, তুলসীপত্র, শ্বেতচন্দন এবং শর্করাযুক্ত নবনীত ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে।

শিবারাধনা জন্য—

ধূস্তুরং শতপুষ্পঞ্চ দূর্ব্বা বিল্বদলানি চ।
কেশরং কুঙ্কুমং দদ্যাৎ শিবপূজনকর্ম্মণি॥
শস্কুলী মোদকং পুষ্পং দধি দুগ্ধং সিতাযুতং।
নানোপহারসহিতং শঙ্করায় নিবেদয়েৎ॥ঐ॥

ধূস্তুর অর্থাৎ ধুতুরা ফুল, শতপুষ্প ফুল ও ফল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, নাগ, কেশর, বকুল, কুঙ্কুম ইত্যাদি শিবপূজার জন্য সংকল্পিত হইয়াছে। শস্কুলী

অর্থাৎ পুলীপিঠা, মোদক, পুষ্প, দধি, দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি নানাপ্রকার পূজোপহার দ্বারা শঙ্করদেবের আরাধনা সংকল্পিত হইয়াছে।

এইরূপ পূজাপ্রণালী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিকল্পে (৯) অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির সূত্রপাত সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আদিকল্প হইতে অদ্যাবধি কত পরিমাণ সময় হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বৎসর মধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী সময় অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ৫১ একান্ন

(৯) কল্পপরিমাণ।

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতং॥
তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে।
তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে।
তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকস্তু বেধসঃ॥

২৭অ, কালিকাপুরাণ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চতুর্যুগে মনুষ্যমানে (১) এক মহাযুগ এবং উহা দেবমানে এক যুগ। ঐরূপ দেবমানে (১০০) সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। ব্রহ্মার এক দিবাভাগে ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশটী মনুর অধিকার হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকার কালকে মন্বন্তর বলে। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ১ এক কল্প কাল হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকার কাল সংখ্যা দেবমানে ৭১ যুগ, ৫১৪২ বৎসর, ১০ মাস, ৮ দিন, ৪যাম, ২ মুহূর্ত্ত ৮ কলা, ১৭ কাষ্ঠা ও ২ সাত অংশের এক অংশ দৈব নিমেষ। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবাভাগ হয়। ইহাকেই এক কল্পকাল বলে।

বৎসরের প্রথম দিবস চলিতেছে। এই প্রথম দিবসটীর নাম শ্বেতবরাহ কল্প। এই শ্বেতবরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে একণে সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। তাহা হইলে একণে ব্রহ্মার বয়ঃক্রম ৫০ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া ৫১ বৎসরের প্রথম দিবসে বেলা ১৭ দণ্ড চলিতেছে। একণে বৎস অনুমান করিয়া দেখ যে, এই পূজাপ্রণালী কত প্রাচীন কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

শিষ্য—গুরুদেবপ্রমুখাৎ এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, প্রভো! যদিও আমার সন্দেহ দূর হইল বটে, কিন্তু আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা এই যে—ভোক্তা যখন তাঁহার স্বীয় রুচির বাধ্য, তখন যাহাতে যাহার স্বাভাবাবিক অরুচি আছে সে ব্যক্তির উপায় কি? যে মদ্য ভালবাসে না, মদ্য গন্ধ অসহ্য বোধ করে, রক্ত মাংস দেখিলে ভয়ে বিহ্বল হয়, মৎস্যের আঁইস গন্ধে বমন করিয়া ফেলে, পরস্ত্রীর নামে যে ব্যক্তি শিহরিয়া উঠে, তাহার পক্ষে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবীর আরাধনার সম্ভাবনা কোথা? পঞ্চতত্ত্বই যদি বিধি হইল, তবে উহা অবশ্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে হইবে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণত সকলেই এক প্রকৃতি নহে, তবে কিরূপে দেবী সর্ব্বসাধারণের আরাধ্য হইবেন?

গুরুদেব কহিলেন, বৎস! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহাতে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল স্বভাবতঃ নিস্তেজ, দুর্ব্বল, ঘৃণা লজ্জায় আকুল, কষ্ট সহনে অসমর্থ, তাহাদিগের জন্য অন্যতম পঞ্চতত্ত্ব ব্যবস্থাপিত আছে। তাহারা সেইরূপ প্রণালীতে আরাধনা করিয়া থাকে। যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক হউন না কেন, সকলেরই নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা সংকল্পিত হইয়াছে, ক্ষোভের কারণ কাহারও রাখা হয় নাই। সর্ব্বসাধারণ জনগণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু সকলে একমত নয় বলিয়া দেবীর আরাধনা জন্য তিন গুণের তিন

প্রকার পঞ্চতত্ত্ব সংকল্পিত হইয়াছে। যিনি যে গুণের অধীন হইবেন, তাঁহার পক্ষে সেই গুণের পঞ্চতত্ত্বই বিধি হইবে। সত্ত্বগুণাবলম্বীর পক্ষে সাত্ত্বিক পঞ্চতত্ত্ব, রজোগুণাবলম্বীর পক্ষে রাজসিক পঞ্চতত্ত্ব এবং তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে তামসিক পঞ্চতত্ত্ব নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং দেবী আরাধনা জন্য কাহারও পক্ষে আর কোনরূপ বাধা থাকিল না, অতএব বৎস! শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পঞ্চতত্ত্ব মানবকল্পিত বলিয়া সন্দেহ করিও না।

শিষ্য—গুরুদেব প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি যে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা কিরূপ? কহিতে আজ্ঞা হয়।

গুরুদেব কহিলেন, বৎস! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, বিচার করিতেছ এবং যাহাতে মুগ্ধ হইতেছ, তাহাই ঐ গুণত্রয়। এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভাবিত হইয়াছে। দেহী মাত্রেই ঐ গুণত্রয়ের আশ্রয়ীভূত বলিয়া আমি লোক সকলকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ঐ গুণই কেবল দেহের অবলম্বনমাত্র। যথা—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥ ৫ ॥

১৪ অ, গীতা।

মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভব যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, তাহা দেহ মধ্যে নির্ব্বিকার স্বরূপ দেহীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ ঐ ॥

১৪ অ, গীতা।

তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা বশতঃ প্রকাশ-শক্তি বিশিষ্ট ও নিরুপদ্রব, তজ্জন্য ঐ সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখী ও জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকে। আর—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহীনাং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং ॥ ৭ ॥ ঐ ॥

কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগ স্বরূপ, উহা তৃষ্ণা, অভিলাষ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ রজোগুণ দেহীকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া রাখে। আর—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি-স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥ ঐ ॥

ভারত! অজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত তমোগুণ সমস্ত দেহীর মোহজনক হয়। ঐ তমোগুণ প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

অতএব বৎস! মনুষ্য এবং অন্যান্য সকল জীবই ঐ গুণত্রয়ের অধীন! এই হেতু যাহাতে যে গুণের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাঁহাকে তদ্‌গুণ-বিশিষ্ট বলে এবং যিনি যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট তাঁহার পক্ষে তদ্‌গুণানুযায়ী সাধন-প্রণালীই প্রশস্ত।

শিষ্য কহিলেন, প্রভো! আপনি যে গুণত্রয়কে প্রকৃতি সম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলাম না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিউন।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে প্রকৃতি সম্ভব বলিবার হেতু এই যে, প্রকৃতি হইতেই এই গুণত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা দ্বারাই জগতের এত বিচিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

"ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ-জগদ্বিচিত্রনির্ম্মাণ-
সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ॥"

নিরালম্বোপনিষৎ।

ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিতা জগতের নানাবিধ বিচিত্র আকার নির্ম্মাণ-সমর্থা বুদ্ধিরূপা যে ব্রহ্মশক্তি, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলা যায়।

তদ্‌ব্রহ্মশক্তিঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী।
ধ্বতস্তচ্ছক্তিমদ্‌ব্রহ্ম চেদং প্রকৃতিলক্ষণং ॥৩৬॥

২৮ অ, ব্রহ্মখণ্ড, ব্র বৈ, পুরাণ।

সকলের বীজ স্বরূপিণী যে প্রকৃতি তিনি পরমব্রহ্মের শক্তি। উহা পরমব্রহ্মেই বিলীন রহিয়াছে; প্রকৃতির এইরূপ প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৭॥

১ অ, প্রকৃতিখণ্ড, ব্র, বৈ, পুরাণ।

প্র শব্দের অর্থ প্রধান অর্থাৎ আদি এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি, সুতরাং যিনি সৃষ্টির আদি, তিনিই প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এই প্রকৃতি দেবীই মহামায়া, আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী, ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী, সনাতনী, শিবানী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী ইত্যাদি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইনিই দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাকারা হইয়া আবির্ভূতা হন। যথা—

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৪৮

১ম অ, চণ্ডী।

তিনি নিত্যা। তিনি দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে এই জগতীতলে যখন আবির্ভূতা হন, সেই সময়ই তিনি লোকমধ্যে উৎপন্না ও সাকারা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এই সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী জগন্মাতার আরাধনার জন্যই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

গুরুদেব প্রমুখাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তবাক্য শ্রুত হইয়া শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন—প্রভো! আপনার বাক্যামৃত দ্বারা আমার শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত অগ্রে ধারণা করি, পশ্চাৎ তিন গুণের তিন প্রকার পঞ্চতত্ত্ব কিরূপ, তাহাও শ্রবণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইব না।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিষ্য,—গুরুদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো! আপনি যে অন্যতম পঞ্চতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ? সবিস্তার বর্ণনা করিয়া সংশয় দূর করুন।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! সর্ব্বসাধারণ জনগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু সকলেই একমত নহে বলিয়া দেবীর আরাধনার

জন্য তিন গুণের তিন প্রকার বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার এক এক প্রকার বিধিকে ভাব শব্দে উল্লেখ করা যায়। সুতরাং তিন গুণের তিন প্রকার ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

দিব্যাস্তু সাত্ত্বিকা বোধ্যা বীরা রাজসবিগ্রহাঃ।
পশবস্তামসাঃ সৌম্য কৌলভাবাস্ত্রিধা মতাঃ ॥৫॥

৩ প, ভৈরবযামল।

সত্ত্বগুণে দিব্যভাব, রজোগুণে বীরভাব এবং তমোগুণে পশুভাব এজন্য দিব্য, বীর ও পশুভাব (১) তিন প্রকার হইয়াছে। যথা—

---

(১) দিব্যভাব লক্ষণং।

নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনং।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ ॥
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥
বলিবশ্যং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রুং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি ॥
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে ॥
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
দেবতানিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ ॥
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥

৭ পটল, কুব্জিকাতন্ত্র

ভাবস্তু ত্রিবিধো দেব দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।

২প, রুদ্রযামল।

দিব্য বীর ও পশু এই তিন প্রকার ভাব আরাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বীরভাব লক্ষণং।

গুরোরারাধনং দেবী প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বঞ্চ দেবতারূপং পরমেষ্ঠিস্বরূপকং॥
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্‌গুরুং।
গুরুতুল্যং মহেশানি নমস্কুর্য্যাদ্বরাননে॥
স্ত্রীণাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবদ্ভাবয়েৎ সদা।
শ্রীখণ্ডপঙ্করুধিরং ভূষিতং সুমনোহরং॥
শরীরং কারয়েদ্দেবি গন্ধর্ব্বদেবমুত্তমম্।
ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা বাপি রক্তচন্দনকেন বা॥
রুদ্রাক্ষভূষণং দেবি সর্ব্বাঙ্গে চ মহেশ্বরি।
কেবলং ভৈরবো ভূত্বা যজেদ্দেবীং সনাতনীং॥
প্রত্যহঞ্চ বলিং দদ্যাৎ দেবতাভাবসিদ্ধয়ে।
সময়াঞ্চ গৃহীত্বা তু পূজাদৌ চ মহেশ্বরি॥
নিশীথে পূজনঞ্চৈব কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি।
কুলবৃক্ষং তথা দৃষ্ট্বা কর্ত্তব্যঞ্চ বরাননে॥
প্রণামং বন্দনঞ্চৈব প্রত্যহঞ্চ মহেশ্বরি।
রাত্রৌ চৈব যজেদ্দেবীং ন দিবাপি কদাচন॥
রাত্রৌ তাম্বুলপূরাস্যো জপেন্মন্ত্রং মহেশ্বরি।
সর্ব্বঞ্চৈব মহাদেবি পরদেব্যৈ সমর্পয়েৎ॥ ৭প, কুব্জিকাতন্ত্র।

পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকং।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ॥

তন্ত্র-বচন।

প্রথমে পশুভাব, তৎপরে বীরভাব, এবং পরিশেষে দিব্যভাব, ক্রমান্বয়ে এই তিন প্রকার ভাব উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ভাবত্রয়ের অন্তর্গত সপ্তবিধ আচার (২) অর্থাৎ আচরণ আছে, যথা—

পশুভাব লক্ষণং।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পশুভাবস্য লক্ষণম্।
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্॥
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ।
ন স্পৃশেৎ মাদকং দ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ॥
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পশুভাবে মহেশ্বরি।
নিরামিষেণ দেবেশি পূজয়েৎ পশুভাবতঃ॥
ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নৈব সংস্পৃশেৎ।
রাত্রৌ মন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পৃশেৎ ন জপেৎ পশুঃ॥

কুলার্ণবতন্ত্র।

যথা—(২) সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

২ উ, কুলার্ণব তন্ত্র।

আচারাঃ সপ্ত বেদাদ্যাঃ কৌলান্তাঃ কথিতা বিভো।
ভাবাস্ত্রয়স্তথা দেব দিব্যবীরপশুক্রমাৎ ॥

২৪ পটল, বিশ্বসার তন্ত্র।

দিব্য, বীর ও পশু, এই তিন প্রকার ভাবের অন্তর্গত বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আচার মহেশ্বর কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার; এই সপ্তবিধ আচার।

---

১ বেদাচার।

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা তু নামভিঃ ॥
আনন্দনাথশব্দাদ্যৈঃ পূজয়েদথ দেশিকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ ॥
প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্।
মূলমন্ত্রং প্রজপ্যাথ বহির্গত্বা বরাননে ॥
মলমূত্রং পরিত্যজ্য স্নাত্বা তু পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ ॥
অপাবৃতশরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ।
রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্ণকে।
ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ ॥
মৎস্যং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়ত তৎপরঃ ॥ ১ ॥

২ বৈষ্ণবাচার।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্যৈর্ভির্ন বর্ত্ততে ॥

তন্মধ্যে—

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং।
সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে॥

২৪ প, বিশ্বসারতন্ত্র।

বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার এই চারিটী আচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার এই দুইটী আচার বীরভাবের অন্তর্গত। আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বৎস! দেবীর আরাধনার জন্য এই তিন প্রকার ভাবের তিন প্রকার পঞ্চতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পশুভাবের অন্তর্গত আচারচতুষ্টয় জন্য যে

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥
বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥
তপঃকষ্টাতিশয্যেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥

৩ শৈবাচার।

শৃণু চার্ব্বঙ্গি শুভগে শৈবাচারং সুদুর্লভম্।
বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ॥
তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্।
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

পঞ্চতত্ত্ব ধার্য্য হইয়াছে, তাহা তমোগুণ হেতু তামসিক, সুতরাং তাহাতে প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার না করিয়া কেবল অনুকল্প ব্যবহার করিতে হয়। বীরভাবের অন্তর্গত আচারদ্বয় জন্য যে পঞ্চতত্ত্ব ধার্য্য হইয়াছে, তাহা রজোগুণ জন্য রাজসিক এবং তাহাই প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব। আর দিব্যভাব জন্য যে পঞ্চতত্ত্ব, তাহাই সাত্ত্বিক; তাহা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক আভ্যন্তরিক ক্রিয়া অর্থাৎ ষট্‌চক্রভেদাদি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক এবং যাঁহার যতদূর আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি সেইরূপ ভাবের অন্তর্গত, তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ যে কোন আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ভাব ও আচার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে দিব্যভাবের কৌলাচার পর্য্যন্ত যাজন করিবেন। যিনি মধ্য হইতে কোন ভাব ও আচার গ্রহণ করিতে না পারিবেন, তিনি প্রথমে পশুভাবের অন্তর্গত বেদাচার হইতে আরম্ভ করিবেন এবং ক্রমে সাধনার যেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন, সেইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে শেষ দিব্যভাবে পদার্পণ করিয়া কুলাচার সাধনানন্তর সিদ্ধকাম হইবেন। যথা—

আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎ পশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং॥

৬ প, রুদ্রযামল।

তোষয়েদ্বক্ত্রবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্।
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ॥
সিধ্যত্যাশু মহেশানি শৈবাচারনিষেবণাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরো ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ

প্রথমতঃ পশুভাবের আচরণ করিয়া পরে অতি উত্তম বীরভাব অবলম্বন করিবে, তৎপশ্চাৎ অতি সুন্দর দিব্যভাব আশ্রয় করিয়া মহৎ ফল লাভ করিবে।

অতএব প্রথম হইতে সাধন-কার্য্য ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করিতে হইলে পশুভাবান্তর্গত আচার সকল অবলম্বন করিয়া তদন্তর্গত যে তামসিক পঞ্চমকার তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। তৎপরে বীরভাব আশ্রয় করিয়া রাজসিক পঞ্চমকার দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়। পরিশেষে দিব্যভাব আশ্রয় করিয়া সাত্ত্বিক পঞ্চমকারদ্বারা দেবীর সাধনকার্য্য সমাপন করিলে তবে সিদ্ধকাম হইয়া জীবনমুক্তি লাভ করা যায় এবং অন্তে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। দিব্যভাব অতিশয় কঠিন, এজন্য উহা একেবারে লাভ করা যায় না, অভ্যাস করিতে হয়, ঐ অভ্যাস করাকেই পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত প্রকার আচরণ, সাধন বা তপস্যা করা বলে। তপস্যার বিরাম

---

৪ দক্ষিণাচার।

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ যতঃ স্মৃতঃ।
বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।
পাতালভবনে বাপি গিরৌ বা দীর্ঘিকাতটে।
শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিল্বমূলে শিবালয়ে॥
ধাত্রীবৃক্ষতলেঽশ্বত্থ-মূলে চৈব তরোস্তলে।
সমাশ্রিত্য মহাশঙ্খমালাং সিদ্ধিপদং ব্রজেৎ॥

না হইলে ক্রমে আপনা আপনিই দিব্যভাব অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়া থাকে। সত্ত্বের আধিক্য দ্বারা দেবদর্শন ও আত্মলাভ করণানন্তর নির্ব্বাণ-মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায়। যথা—

তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে ত্বাত্মা হ্যাত্মাপ্তৌ ন নিবর্ত্ততে॥

মৈত্রেয় উপনিষৎ।

তপস্যা দ্বারা সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ দ্বারা মন, মন দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মপ্রাপ্তি হইলে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়ান্ধকাররূপ ঘোরতর সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি হয়। আরও তন্ত্রে উক্ত আছে, যে—

দিব্যভাবং বিনা নাথ মৎপদাম্ভোজদর্শনম্।
য ইচ্ছতি মহাদেব স মূঢ়ঃ সাধকঃ কথম্॥

১১ প, রুদ্রযামল।

হে মহাদেব! যে ব্যক্তি দিব্যভাব আশ্রয় না করিয়া আমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই সেই মূর্খ আবার সাধক কি?

অতএব বৎস দিব্যভাব ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। মোক্ষলাভ

৫ বামাচার।

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যং শ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীরসাধনং॥

সহজ কথা নহে; এজন্য বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ সকল পর্য্যাপ্ত করিতে পারিলে, তবে দিব্যভাবের উদ্দীপন হইয়া থাকে। ভাব শব্দে অবস্থাকে বুঝায়; সেই জন্য পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব কেবল সাধকবৃন্দের সাধনার—উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা মাত্র। যথা—

উত্তমো দিব্যভাবশ্চ বীরভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমঃ পশুভাবশ্চ দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ॥

১, নিত্য তন্ত্র।

দিব্যভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, বীরভাব মধ্যম এবং পশুভাব অধম; ইহা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বৎস! অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার উপায় স্বরূপ যে কার্য্য করাই যাউক তাহাতেই যুক্তি আছে, একাগ্রতা আছে, চেষ্টা আছে, পরিশ্রম আছে এবং তাহার উপায়ও আছে, যেহেতু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, যে—

উপায়েন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।

শাস্ত্রবাক্য।

কোন কার্য্য করিব বলিয়া মনন করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, উপায় অবলম্বন করা চাই; উপায় দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সেই উপায়ও যুক্তি সাপেক্ষ, যুক্তি ব্যতিত উপায় স্থির হয় না। কোন

স এব ধন্যো লোকেঽস্মিন্ পূজ্যো মান্যঃ সুরৈরপি।
কিমন্যৈঃ সাধকৈর্দ্দেবি স বীরো-ভুবি দুর্লভঃ॥
প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্বামাচারগতৌ প্রিয়ে
অতো বামপথং দেবি গোপয়েন্মাতৃজারবৎ॥

কার্য্য করিব বলিয়া মনে করিলে—তজ্জন্য মন্ত্রণা করা চাই, পরামর্শ করা চাই, তবে কার্য্য সম্পাদনের উপায় স্থির হয়; এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

যুক্তিমূলং মহাভাবং যুক্তিমূলং হি সাধনম্।
যুক্তিক্রমেণ কালেন সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ॥

৩৪ প, রুদ্রযামল।

যুক্তিমূলকই মহাভাব এবং সাধনকার্য্যও যুক্তিমূলক, যুক্তি দ্বারাই কালক্রমে সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

অতএব বৎস! পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আরাধনা কাহারও কল্পিত নহে, উহা স্বয়ং দেবীর অভিপ্রেত; সুতরাং উহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা বিচার নাই। এক স্থানে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন, যে—

পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণা স্যাদ্রক্তরেতসোঃ।
শুদ্ধৌ চাশুদ্ধিতাভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াৎ পূজয়ামি জগন্ময়ীম্॥

৪ উ, নিগম তত্ত্বসার।

মদ্যপানে যাহার ভ্রান্তি হয়, রেত ও রক্তে যাহার ঘৃণা হয়, যাহার শুদ্ধাশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়, মৈথুনকার্য্যে যাহার পাপাশঙ্কা হয়, সেই পাপিষ্ঠ কি করিয়া বলিতে পারে যে, আমি জগন্মাতার আরাধনা করিয়া

৬ সিদ্ধান্তাচার।

অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি প্রপদ্যতে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতং॥

থাকি। অর্থাৎ যাহার দিব্যজ্ঞান হয় নাই, সে কখনই সাধক বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহে।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! আপনার কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে কৃপা বিতরণপূর্ব্বক দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পঞ্চমকার কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্বিশোধিতম্।
সেবতে সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ॥
সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্ত পানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিং স্তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ॥
অশ্বমেধক্রতৌ বাজি হত্যাদোষো ন জায়তে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশূন্ হিংসন্নদুষ্যতি॥
কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্ভুবি দেবেশি সাক্ষাদ্ভৈরবরূপধৃক্॥
শঙ্কাত্যাগাদ্ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্যসেবনাৎ।
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥

৭ কৌলাচার।

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা॥
দিক্‌কালনিয়মোনাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।
ন কোঽপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো নহি॥

গুরুদেব কহিলেন,—প্রিয় বৎস! তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দিব্য, বীর ও পশুভাবের যে ত্রিবিধ পঞ্চমকার, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

দিব্যভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চমকার।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে ॥

১ পটল কৈবল্য তন্ত্র।

দেবি! মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার নির্ব্বাণ-মুক্তির হেতু।

কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ।
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ং॥
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ।
যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ॥
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ॥
আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ।
করিপাদে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে প্রাণিপদা যথা।
কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে॥ ইতি।

হরতত্ত্বদীধিতিধৃত-তন্ত্রবচনং।

মদ্য।

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগবল দ্বারা যে প্রমদন জ্ঞান তাহার নাম মদ্য। অর্থাৎ সুরাপায়ী ব্যক্তিরা যাদৃশ শরীর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দ লাভ করে। তাদৃশ বিষয় জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যে আনন্দজ্ঞান তাহার নাম মদ্য।

মাংস।

মাংসনোতি হি যৎ কর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন চ কায়প্রতীকস্তু যোগিভির্ম্মাংসমুচ্যতে॥

সাধক যে নিজকৃত সদসৎ কর্ম্ম আমাতে মন্ত্রপূর্ব্বক সমর্পণ করে, সেই কর্ম্ম সমর্পণের নাম মাংস। সুতরাং যোগীরা শরীরের অংশবিশেষকে মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না।

মদ্য-সাধক।

সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ॥

আগমসারঃ।

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হয়, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়েন, তাঁহাকেই মদ্য-সাধক বলা যায়।

মাংস সাধক।

মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥ ঐ॥

মৎস্য।

মৎসমানং সর্ব্বভূতে সুখদুঃখাদি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিকজ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্‌॥

আমার ন্যায় সর্ব্ব ভূতেরই সমান সুখ বা দুঃখ আছে। আমি যে বিষয়ে সুখী বা দুঃখী হই, সকল জীবই সেইরূপ হইতে পারে। এই যে সাত্ত্বিক জ্ঞান তাহার নাম মৎস্য।

মুদ্রা।

সৎসঙ্গেন ভাবন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্‌।
অসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতম্‌॥

মা শব্দে রসনাকে বুঝায়, তদংশ বাক্য; ইহা রসনার প্রিয়। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ বাক্য সংযম করে, সেই যোগী পুরুষকেই মাংস সাধক বলা যায়।

মৎস্য সাধক।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌ যস্তু স ভবেন্মৎসাধকঃ॥

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুইটি মৎস্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তির নাম মৎস্যসাধক। গঙ্গা অর্থে ইড়া নাড়ী, যমুনা অর্থে পিঙ্গলা নাড়ী, এই নাড়ীদ্বয়মধ্যে সর্ব্বদা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস যাতায়াত করিতেছে, তাহার নাম মৎস্য। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধদ্বারা প্রাণায়াম করে, সেই ব্যক্তির নাম মৎস্যসাধক।

মুদ্রাসাধক।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশ কেবলং পারদোপমং॥

সৎসঙ্গ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এবং অসৎসঙ্গ দ্বারা বন্ধন, সুতরাং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করণের নাম মুদ্রা।

মৈথুন।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতং॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনাযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

আগমসার।

শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমলান্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত হলক্ষ ভূষিত অকথাদি রেখারূপ ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে পারদসদৃশ নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ, কোটি সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত, কোটি চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতল, অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীসংযুক্ত যে আত্মা অর্থাৎ পরমশিব আছেন, তাহা যিনি বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই মুদ্রা সাধক।

মৈথুনসাধক।

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে॥
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥

আগমসার।

মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে যোগবল দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া শিরঃস্থিতঃ সহস্রদলকমল কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবেতে যে সংযোগ, তাহার নাম মৈথুন।

সাত্ত্বিক পঞ্চমকার মহাত্ম্য।

অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতানিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেণ ভূপূরো বিষ্ণুরূপধৃক্।
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥

১১ পটল নির্ব্বাণতন্ত্র।

কুঙ্কুমাভাযুক্ত কুন্দমধ্যস্থ (মণিপুরস্থিত) রকারের সহিত আকার রূপ হংসদ্বারা অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা বিন্দুরূপ মূলাধারান্তর্বর্ত্তী যোনিমণ্ডলস্থিত মকার, সহস্রারে সংযোজনা করিলে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহানন্দ (পূর্ণানন্দ) ভোগ হইতে থাকে। এই মৈথুনসাধক সহস্রারে আত্মাতে রমণ করেন বলিয়া আত্মারাম শব্দে লক্ষিত হইয়া থাকেন। অতএব রাম নামের অর্থ তারকব্রহ্ম, সন্দেহ নাই। যিনি এইরূপ সাধনদ্বারা উর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনিই মৈথুনসাধক।

সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে।
মৈথুনং পরমং দ্রব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতং॥

৬ পটল, যোগিনীতন্ত্র।

সহস্রারপদ্ম-কর্ণিকান্তর্গত বিন্দু অর্থাৎ পরমশিব সহিত নাদরূপ কুণ্ডলিনী-শক্তির যে মিলন, যোগিগণ তাহাকেই মৈথুন বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

হে শৈলজে! মদ্যপান দ্বারা অষ্টৈশ্বর্য্য এবং পরম মোক্ষ লাভ করা যায়, মাংস ভক্ষণ দ্বারা সাক্ষাৎ নারায়ণ-তুল্য হওয়া যায়, মৎস্য ভক্ষণ দ্বারা কালিকা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, মুদ্রা সেবন দ্বারা পৃথিবীস্থ হইয়াও বিষ্ণুতুল্য হওয়া যায় এবং মৈথুন দ্বারা মহাযোগী পুরুষ ও মৎসদৃশ হইতে পারে।

বীরভাবের রাজসীক পঞ্চ মকার।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিদায়কং॥

৭ উ, কৌলাবলী তন্ত্র।

দেবি! মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চমকার দেবীর প্রীতিদায়ক।

অষ্টৈশ্বর্য্য।

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ ৪॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামং তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চ পরীকির্ত্তিতাঃ॥ ৫॥

১১ স্ক, ১৫ অ, ভাগবত।

হে সৌম্য! দৈহিক সিদ্ধি তিন প্রকার যথা—অণিমা, মহিমা ও লঘিমা। অণিমা অর্থে পরমাণু তুল্য সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিবার ক্ষমতা, মহিমা অর্থে দেহকে ইচ্ছামত বর্দ্ধন করিবার শক্তি, লঘিমা অর্থে দেহকে যারপরনাই হাল্কা করিবার ক্ষমতা, ঐন্দ্রিক সিদ্ধি দুই প্রকার—প্রাপ্তি এবং প্রাকাম্য; প্রাপ্তি অর্থে বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য করতলস্থ করিবার ক্ষমতা,

মন্ত্র

গৌড়া পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা ॥
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে ॥ ২ ॥

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

প্রাকাম্য অর্থে যাহা দেখা যায় এবং শুনা যায়, এরূপ যাবতীয় পদার্থের ভোগ ও দর্শনাদি সামর্থ্য হওয়া। মানসিক সিদ্ধি তিন প্রকার—ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবসায়িতা। ঈশিত্ব অর্থে সকলের উপর প্রভূত্ব করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া, বশিত্ব অর্থে সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া কামাবসায়িতা অর্থে সকল রকম মনোরথ পূর্ণ করিয়া পরিশেষে নিষ্কাম হওয়া। এই অষ্টসিদ্ধিকে অষ্টৈশ্বর্য্য বলা হয়।

যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা।
নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৩ ॥

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যে কোন উপায় দ্বারা সুরা উৎপন্ন হউক না কেন এবং যে কোন জাতিদ্বারা প্রস্তুত হউক না কেন, শোধিত হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে।

বার্ক্ষং গৌড়ং তথা পৌষ্পং ক্ষৌদ্রং ফলসমুদ্ভবং।
সর্ব্বোৎকৃষ্টস্তু বিজ্ঞেয়ং দ্রব্যমন্নেন সম্ভবং ॥
অথবা পত্রপুষ্পাঙ্কুরফলমূলবল্কলধান্যজং।
রসং বৃক্ষলতাজাতমৈক্ষবং দশধা স্মৃতং ॥

উত্তম সুরা তিন প্রকার; গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। ঐ সুরা তাল-সম্ভূত খর্জ্জুরসম্ভূত ও অন্যান্য বিবিধ দেশজাত বিবিধ দ্রব্য সম্ভূত হওয়াতে নানাপ্রকার হইয়া থাকে, সুতরাং দেশভেদে ও দ্রব্যভেদে সুরা নানা-প্রকার এই সমুদায় সুরাই দেবতাপূজায় প্রশস্ত। যে সুরা গুড় দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা গৌড়ী। যাহা তণ্ডুলদ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা পৈষ্টী আর যে সুরা মধু দ্বারা বা মধুবিশিষ্ট ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মাধ্বী ১।

মাংস।

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তৎসর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ ঐ ॥

মাংস তিন প্রকার; জলচর, স্থলচর, আকাশচর। এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক না কেন, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে

পানসং দ্রাক্ষামাধ্বীকং খার্জ্জূরতালমৈক্ষবং।
মাধ্বীকমাসবং শ্রেষ্ঠ মৈরেয়ং নারিকেলজং ॥
আলোক্যৈকাদশৈতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ।
দ্বাদশন্তু সুরাদ্রব্যং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমং ॥
মধুপুষ্পরসোদ্ভূতমাসবং তণ্ডুলোদ্ভবং।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী পৈষ্টী গৌড়ী ভোগপ্রদায়িনী ॥
মাধ্বী মুক্তিকরী প্রোক্তা খার্জ্জুরি রিপুনাশিনী।
নারিকেলোদ্ভবা শ্রীদা ঐক্ষবং সুখবর্দ্ধনং ॥

সন্দেহ নাই। জলচর মাংস কূর্ম্ম, কর্কট ইত্যাদি। আকাশচর মাংস বন্যকুক্কুট, তিত্তির, হারীত এবং কপোত প্রভৃতি।

মৎস্য।

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীনরোহিতাঃ।

বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ॥ ৬॥

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

হে দেবি! বলিদান কার্য্যে কেবল পুরুষ পশুই শাস্ত্রবিহিত। শিব-শাসন হেতু স্ত্রীপশু বলিদান নিষিদ্ধ।

মাংসাশী জন্তু ব্যাঘ্র কুম্ভীর কাক প্রভৃতির মাংস অখাদ্য।

অপিচ।

কলামাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্য চ।
যোষাবর্জ্জং সর্ব্বমাংসং কালিকাসিদ্ধিহেতবে॥

কলামাংস=শূকরমাংস, মহামাংস=নরমাংস প্রভৃতি অষ্টবিধ মাংস ছাগাদির মাংস, অথবা স্ত্রীজাতির মাংস ব্যতীত সমুদায় জীবের মাংসই সিদ্ধিলাভের হেতু।

অষ্টবিধ মহামাংস যথা—

গোনরেভাশ্বমহিষ বরাহোষ্ট্রোরগোদ্ভবং।
মহামাংসাষ্টকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকং॥

কৌলার্চ্চন দীপিকা।

গোমাংস, নরমাংস, হস্তীমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, বরাহমাংস, উষ্ট্রমাংস ও সর্পমাংস, এই অষ্টবিধ মহামাংস দেবতার প্রীতিকর।

মৎস্যোৎপত্তি কারণং যথা—

ততস্তু মিত্রাবরুণৌ ভ্রাতরৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
তত্র দেশং গতৌ দেবৌ বিচরন্তৌ যদৃচ্ছয়া॥

মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদিসুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ ॥ ৮ ॥

৬ উল্লাস মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

শাল মাছ, বোয়াল মাছ ও রুইমাছ এই ত্রিবিধ মৎস্য উত্তম। খাঁইমাছ, চিংড়িমাছ, মদ্‌গুরমাছ প্রভৃতি ও অন্যান্য কণ্টকহীন মৎস্য মধ্যম। ইলিষ, খয়রা বাটা প্রভৃতি বহুকণ্টক মৎস্য অধম। কিন্তু ইহাও উত্তমরূপে ভর্জ্জিত হইলে দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে।

মুদ্রা।

মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্ ॥ ৯ ॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভ্রষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জ্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মুদ্রা ও উত্তম মধ্যম, অধম, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যাহা

তাভ্যাং তত্র তদা দৃষ্টা উর্ব্বশী তু বরাপ্সরাঃ।
ক্রীড়ন্তী সহিতান্যাভিঃ সখীভিঃ সা বরাননা ॥
সুস্বরেণ হি গীতেন উর্ব্বশ্যা মধুরেণ চ।
ইঙ্গিতৌ চ কটাক্ষেণ স্কন্দতুস্তাবুভাবপি ॥
তত্রিধা পতিতং রেতঃ কলসেঽথ স্থলে জলে।
কলসেঽথ বশিষ্ঠস্তু জাতো হি মুনিসত্তমঃ ॥
স্থলে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহামতে ॥

৬অ, নারসিংহ পুরাণ।

ঘৃতপক্ক মনোহর ও চন্দ্রবিম্ব সদৃশ শুভ্র, অথচ যাহা শালিতণ্ডুল দ্বারা, যবদ্বারা কিংবা গোধূম ( ) দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাদৃশ মুদ্রাই উত্তম। যাহা ভ্রষ্ট ধান্য তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয় (অর্থাৎ খৈ, মুড়ি প্রভৃতি) তাহা মধ্যম। যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হয় (অর্থাৎ তিল ভাজা, ছোলা ভাজা, চেনাচুর, ভূট্টার খৈ, চিনের বাদাম ইত্যাদি) তাহা অধম মুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মৈথুন।

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্ব্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা॥ ১৪॥

৬উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

হে মহেশ্বরি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে

বর্জ্জনীয় মৎস্য। যথা—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদান্নিবোধ মে।
নদেয়ং তিক্তকমঠং পশুশৃঙ্গিণমেব চ॥
গোমীনং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা।
বামীনং চলদঙ্গঞ্চ সচক্রং চেঙ্গমেব চ।
ভূবিলঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ গাঙ্গেয়ানি বিবর্জ্জয়েৎ॥

মৎস্যসূক্তে।

শ্রীদেব্যুবাচ॥

কথিতং পরমেশান পরদারবিধৌ ময়ি।
ন পাপং জায়তে সূক্ষ্ম পরদারবিধৌ মম॥
পরস্য দারান্ সংস্পৃষ্ট্বা জপ্যতে যদি সাধকৈঃ।
তদেব মহতী সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

সুতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব (মৈথুন) একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

কালীকল্পপ্রকাশে চ কথিতং যন্মহেশ্বর।
অত্রৈব সম্যগাখ্যানং কুরুষ হৃদয়প্রিয় ॥
শ্রীভৈরব উবাচ।
শৃণু দেবি মহাভাগে আপদুদ্ধারকারিণি।
অকথ্যং যন্মহাদেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ॥
পরদারবিধৌ বেদে নিন্দাবাদঃ প্রবর্ত্ততে।
তাসাং সঙ্গান্মহেশানি তামিস্রং নরকং ভবেৎ ॥
বেদার্থমিতি বিজ্ঞায় কথং কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ।
পরদারায় গচ্ছেরন্ গচ্ছেচ্চ প্রচ্ছপেদ্‌যদি ॥
শ্রুতিদ্বয়বিরোধিত্বাদ্ গচ্ছেরন্ পরযোষিতঃ।
তস্মাচ্ছৃণু বরারোহে বেদার্থং কথয়ামি তে ॥
শ্রীদেব্যুবাচ।
কো বেদঃ কুত আয়াতি কো বা তস্য প্রকাশকঃ।
কঃ কর্ত্তা তস্য বেদস্য তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে ॥
ভৈরব উবাচ।
একো বেদশ্চতুর্দ্ধাভূৎ যজুসামঋগাদয়ঃ।
বেদো ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি ॥
স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদ-স্তৎকর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি।
স্বয়ম্ভুবেশো ভগবান্ বেদো গীতস্ত্বয়া পুরা ॥
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ।
প্রকাশকা ভবন্ত্যেতে কৃষ্ণাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥

অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি-কুসুমং প্রাণবল্লভে।
কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুষীদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

হে প্রাণবল্লভে! অথবা শেষতত্ত্ব স্থলে আমি যে স্বয়ম্ভূকুসুমের ব্যবস্থা করিয়াছি তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ রক্তচন্দন প্রদান করিবে।

পূজাকালং বিনা নৈব পশ্যেচ্ছক্তিং দিগম্বরীং।
পূজাকালং বিনা নৈব সুধা পেয়া চ সাধকৈঃ ॥
আয়ুষা হীয়তে স্পৃষ্ট্বা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥

কুলামৃততন্ত্র।

পূজার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আসব পান অথবা শক্তিকে দিগম্বরি অবস্থায় দর্শন করিবে না। যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তিনি হীনায়ু এবং নরকগামী হইবেন।

বৈদিক প্রতিপাদ্যশ্চ অর্থো ধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিপরীতং মহেশানি অধর্ম্মো ভবতি প্রিয়ে ॥
পরদারগমং বেদে তন্নিষিদ্ধং সুরেশ্বরি।
যদ্ধি বৈধেতরং দেবি তন্নিষিদ্ধং মহেশ্বরি ॥
পরস্ত্রীয়ং মহেশানি মনসা ভাবয়ন্ জপেৎ।
তদৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ইতি সিদ্ধান্তবিদ্ভিশ্চ জ্ঞেয়ং তন্ত্রোপদেশকং।
মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টনেন চ যৎ ফলং ॥
তৎ ফলং নাস্তি দেবেশি ত্রৈলোক্য সুরবন্দিতে।
যস্মিন্মন্ত্রে য আচার-স্তত্র ধর্ম্মস্তু তাদৃশঃ ॥
কৃতার্থস্তেন জায়েত স্বর্গো বা মোক্ষ এব চ।
ভ্রান্তিরত্র ন কর্ত্তব্যা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতং ॥
তস্মাদনেন দেবেশি পাপং নাস্তি মহেশ্বরি।
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সাধকেন্দ্রঃ পরদ্বারাগমং শুভে।

৪র্থ পটল বৃহন্নীলতন্ত্র।

পশুভাবের তামসিক পঞ্চতত্ত্ব।

মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং সদা সাধুরর্চ্চয়েজ্জগদম্বিকাং॥

৫ পটল, কামাখ্যাতন্ত্র।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারা সাধুব্যক্তি স্ত্রীর সহিত জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে।

পশুভাবের অর্চ্চনায় প্রকৃত মদ্য মাংসাদি ব্যবহার নাই। প্রত্যেক তত্ত্বের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি অনুকল্প বা প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ আসল বস্তুর পরিবর্ত্তে নকল বস্তু দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা—

পশুভাবেন দেবীনাং যজনার্থং ফলাপ্তয়ে।
অনুকল্পমিতি প্রোক্তং দ্রব্যপ্রতিনিধৌ দদেৎ॥

১ প, ভৈরবযামল।

দেবীকে পশুভাবে আরাধনা করিতে হইলে, প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব প্রদান না করিয়া তৎ তৎ দ্রব্যের অনুকল্প অর্থাৎ প্রাতনিধি স্বরূপ দ্রব্যান্তর প্রদান করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা—

মদ্য প্রতিনিধি।

গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ দ্রব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ।
বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্ট্যাদিকং পুনঃ॥

কুলচূড়ামণি

মদ্য।

গুড়ার্দ্রকরণেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্য চ।
নারিকেলোদকং কাংস্যে ক্ষত্রিয়স্য বরাননে।
বৈশ্যস্য মাক্ষিকং প্রোক্তং কাংস্যস্থং বরবর্ণিনি॥

৬ পটল, যোগিনীতন্ত্র।

ব্রাহ্মণগণ দুগ্ধদ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ ঘৃত দ্বারা, বৈশ্যগণ মধুদ্বারা এবং শূদ্র ব্যক্তি পৈষ্টী অর্থাৎ ধান্যাদিজাত মদ্যদ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

মাংস প্রতিনিধি।

লবণার্দ্রকপিণ্যাক-তিলগোধূমমাষকং।
লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ॥

সময়াচারতন্ত্র।

লবণ, আর্দ্রক = আদা, পিন্যাক = পিষ্টক, তিল, গোধূম = গম,

যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
তত্র গুড়ার্দ্রকং দদ্যাত্তক্রং বা গুড়মিশ্রিতং॥

মৎস্যসূক্তে।

কপিকর্পূরজবয়া যুক্তা চেদপরাজিতা।
পূজার্থং ত্রিপুরাদেব্যা মদ্যং তৎ পরিকীর্ত্তিতং॥

তন্ত্রবচন।

নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে মধুনি চ।
গাঙ্গং বারি সুধাভাণ্ডে ত্রিতয়ং মদিরাসমং॥ ১॥
শক্রাশনজলং তক্রমারনালোদকানি চ।
পশূনামর্চ্চনার্থায় হ্যনুকল্পং ময়োদিতং॥ ২॥

কৈলাসতন্ত্র।

মাংস।

সুপক্কমাসবটকং দগ্ধকুষ্মাণ্ডমেব চ।
দগ্ধকন্দঞ্চ বৃন্তাকং তথৈব লবণার্দ্রকং॥ ৩॥
পিণ্যাকং দগ্ধলশুনং স্বিন্নং পুষ্পফলং শিবে।
মাংসানুকরণং দেবি পশুভাবার্চ্চনে হিতং॥ ৪॥

কৈলাসতন্ত্র।

মাষকলাই ও রোশুন দ্বারা মাংসের প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করিবে।

মৎস্য প্রতিনিধি।

সুদগ্ধং শ্বেতবৃন্তাকং রক্তমূলকমেব চ।
রক্তমাম্রেতকফলং বাতাপি নিম্বুজং ফলং॥
স্বিন্নং মসূরং শৃঙ্গাটং রক্তশাকং তিলারুণং।
মীনানুকল্পং দেবেশি পশূনামর্চ্চনে শিবং॥

কৈলাসতন্ত্র।

উত্তম দগ্ধ শ্বেতবর্ণ বেগুণ, লাল মূলা, রক্ত বর্ণ পাকা আমড়া, বাতাপী-নেবু, কাগ্‌চিনেবু, ভিজে মসুরকলাই, পানিফল, কন্‌কা শাক ও লালবর্ণ তিল দ্বারা মৎস্যের প্রতিনিধিরূপে পশুভাবে অর্চ্চনা করিবে।

মুদ্রা প্রতিনিধি।

ভর্জ্জ্যধান্যাদিকং যদ্‌যচ্চর্ব্বণীয়ং প্রচক্ষ্যতে।
সা মুদ্রা কথিতা দেবি সর্ব্বেষাং নগনন্দিনি॥

যোগিনীতন্ত্র।

নগনন্দিনি! ধান্য, চাউল, ছোলা, গম ইত্যাদি যে চর্ব্বণীয় শস্যাদি

মৎস্য।

ক্ষারতৈলাক্তকুষ্মাণ্ডং সুদগ্ধং সুপরিষ্কৃতং।
জম্বুফলঞ্চ জম্বীরং রক্তশাকং তিলং তথা॥
জলজং স্থলজং রক্ত-ফলং পুষ্পঞ্চ স্বেদিতং।
সর্ব্বং মীনানুকল্পং স্যাৎ পশুভাবার্চ্চনে শুভং॥ ভৈরবযামল।

মুদ্রা

ভ্রষ্টবীজং ফলানাঞ্চ ভর্জ্জিতাস্তণ্ডুলাদয়ঃ।
অন্যানি চ পবিত্রাণি মুদ্রাঃ প্রোক্তানি সর্ব্বশঃ॥ ৭॥

ভর্জ্জিত অর্থাৎ ভাজা হইলে তাহাকে মুদ্রা বলে। ঐ মুদ্রা দ্বারা সকলকেই অর্চ্চনা করিবে।

মৈথুন প্রতিনিধি।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বা দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
কথিতা দেবদেবেশি পূজা মৈথুনসম্ভবা ॥

ভৈরবসংহিতা।

হস্তদ্বয় দ্বারা কূর্ম্মমুদ্রা করিয়া তাহাতে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলেই মৈথুনের অনুকল্প দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়।

দাতব্যানি মহাদেব্যৈ পশুভাবাশ্রিতৈর্নরৈঃ ।
অম্বিকাযজনার্থায় চানুকল্পমিতীরিতং ॥ ৮ ॥

কৈলাসতন্ত্র।

অপিচ—

মুদ্রাঃ সর্ব্বাণি ধান্যানি ধান্যগোধূমকাস্তথা ।
মুদ্গমাষা যবাশ্চৈব চণকাঃ কোদ্রবাস্তিলাঃ ।
এতানি সপ্ত ধান্যানি ব্রীহিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

কৌলিকার্চ্চন দীপিকা।

মৈথুন।

চম্পকং করবীরঞ্চ ধুস্তূরমোড্রমাপজং ।
লিঙ্গপুষ্পমিতি খ্যাতং পশূনামর্চ্চয়ে শুভং ॥ ৯ ॥
বকপুষ্পং মরুবকং বিষ্ণুক্রান্তা চ দ্রোণকং ।
যোনিপুষ্পং সুবিখ্যাতমম্বাপূজনকর্ম্মণি ॥ ১০ ॥

প্রকারান্তর তামসিক পঞ্চমকার।

বিজয়ত্বাদ্যমদ্যং স্যাৎ আদ্যশুদ্ধিস্তু আর্দ্রকং।
আদ্যমীনন্তু জম্বীরং আদ্যমুদ্রা তু ধান্যকং।
আদ্যশক্তিঃ স্বদারাঃ স্যাৎ তামেবাশ্রিত্য সাধয়েৎ॥

কৌলিকার্চ্চন-দীপিকা।

ভাঙ্গ অর্থাৎ সিদ্ধিই আদি মদ্য, আদা আদি মাংস, নেবু আদি মৎস্য, ধান্যাদি আদি মুদ্রা এবং নিজপত্নীই আদি মৈথুন, এই কয়েকটী আশ্রয় করিয়া সাধন করিবে।

প্রিয় বৎস! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, যে ব্যক্তি যেরূপ স্বভাবাপন্ন, সেই ব্যক্তির পক্ষেই সেইরূপ অর্চ্চনা করিবার উপায় রহিয়াছে; সুতরাং সকলেই আপন রুচি অনুসারে সন্তোষপূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যসিদ্ধি করিবেন তাহাতে কোন বাধাই নাই।

যোনিপুষ্পাণি সর্ব্বাণি লিঙ্গপুষ্পাদি যানি চ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তৎ পঞ্চমমুদীরিতং॥ ১১॥
শক্তানাং পশুভাবানাং যজনার্থং শিবাপ্তয়ে।
অনুকল্পমিতি প্রোক্তং ময়া তুভ্যং বরাননে॥ ১২॥

কৈলাসতন্ত্র।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! আপনার ব্যাখ্যাত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক মকারপঞ্চকের বিষয় শ্রুত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক পন্থাই যখন অবলম্বনীয়, তখন রাজসিক ও তামসিক পন্থার আর প্রয়োজন কি? কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! সাত্ত্বিক পন্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উহাই অবলম্বনীয় বটে, কিন্তু ক্রমাভ্যাস ব্যতীত উহাতে সিদ্ধিলাভ কিরূপে হইবে? সত্ত্ব প্রধান সাধন-সোপানের ভিত্তিমূল কি প্রকারে দূরীভূত হইবে? জ্ঞান, বুদ্ধি ও বল সকলেরই সমান নহে যে, ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্রেই সিদ্ধপুরুষ হইয়া যাইবে। সুতরাং শিববাক্য নিয়মানুসারে সাধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমে যে বিষয় সাধন করিতে হইবে, সে বিষয়েরই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তৎপরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ক্রিয়াভ্যাস করিতে হয়, পরিশেষে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের যোগে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইলেই ইষ্টসিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য বলা হইয়াছে যে—

পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণং।
বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাদ্রুদ্রো ন সংশয়ঃ।
দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্ত্তিতং॥

১প, রুদ্রযামল।

পশুভাবে সাধন করিলে পশ্বাচার-দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি হয়, বীরভাবে সাধন করিলে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় এবং ঐ বীরসাধক সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই। দিব্যভাবে সাধনা করিলে দেবতা দর্শন হইয়া থাকে।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! যদি ইহাই স্থিরিকৃত হইল যে, অগ্রে পশুভাব, পরে বীরভাব এবং সর্ব্বশেষে দিব্যভাব আশ্রয় করিতে হয়, তবে শিব (১) এরূপ কথা কেন বলিলেন যে—

দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥

কালীবিলাস তন্ত্র।

অর্থাৎ কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ, কলিতে কেবল পশুভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।

(১) যস্মিন্ তন্ত্রে মদ্যপানং তত্তন্ত্রং সত্যসম্মতম্।
কলৌ ন সম্মতং মদ্যং মৈথুনঞ্চ ন সম্মতম্॥
পরস্ত্রীষু কুমারীষু রেতপাতং করোতি যঃ।
পূজাকোটির্ভবেদ্ব্যর্থা কেবলং পরভণ্ডনম্॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং নিশ্চয়মীরিতম্।
পশুভাবাৎ পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ॥

জ্ঞানতন্ত্র।

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চাপরজাতিভিঃ।
পশুভাবেন কর্ত্তব্যং কলৌ চ জপপূজনম্॥
দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।
কলৌ পশুমতং শুদ্ধং যতঃ সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
দিব্যভাবো বীরভাবো নাস্তি নাস্তি কলৌ প্রিয়ে।
মৎস্যং মাসং তথা মদ্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ॥
চীনাচারঃ কুলাচারো ন সিদ্ধ্যতি ন সিদ্ধ্যতি।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ কলৌ॥ উৎপত্তি তন্ত্র।

অপিচ।

ন কলৌ সাধনং মদ্যমগম্যাগমনং ন হি।
গৃহাবধূতৈর্নাকার্য্যং কর্ত্তব্যঞ্চ দিগম্বরৈঃ॥

৫১ প, বামকেশ্বর তন্ত্র।

কলিকালে মদ্যসাধন ও অগম্যাগমন নিষেধ। পরন্তু গৃহাবধূত ও দিগম্বাবধূতের প্রতি নিষেধ নাই।

পশুভাবেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদি বেদং সদাভ্যসেৎ।
পশুভাবং মহাভাবং যে জানন্তি মহীতলে।
কিমসাধ্যং মহাদেব শ্রমাভ্যাসেন চাস্তি তৎ॥

১১প, রুদ্রযামল।

হে মহাদেব! বেদাভ্যাসী ব্যক্তি পশুভাবেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। পশুভাবের মাহাত্ম্য যে জ্ঞাত আছে, এই ভূমণ্ডলে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। পরন্তু পশুভাবে কঠোর পরিশ্রম আবশ্যক।

পশুভাবে সদা সিদ্ধাঃ সনকাদ্যা বরাননে।
পশুরামস্তথাবীরো বীরভাবে চ সিদ্ধ্যতি॥
সহস্রাক্ষং পঠিত্বা চ রামঃ সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
শ্রীরামো জানকীনাথঃ পশুভাবেন সিদ্ধ্যতি॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র।

অপিচ—

রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ বীরৌ তৌ শৃণু সুন্দরি।
সিদ্ধ্যন্তি পশুভাবেন উগ্রসেনাদয়শ্চ যে॥
কংসশ্চ বসুদেবশ্চ পশুভাবে চ তৌ প্রিয়ে।
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চতে প্রিয়ে॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র।

ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন।
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে॥
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যাৎ ত্রেতার্দ্ধসম্মতং॥

১১ প, কালীবিলাস তন্ত্র।

কলিকালে কখন মদ্যপান করিবে না। পুনঃ পুনঃ পান করিয়া ভূতলশায়ী হইলে এবং উত্থানানন্তর পুনর্ব্বার পান করিলে আর জন্ম গ্রহণ হয় না ইত্যাদি বচন সকল সত্য ও ত্রেতাযুগের অর্দ্ধ পরিমাণকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, কলিতে নিষেধ হইয়াছে।

পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
ত্রেতায়া দ্বাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনঃ॥
ন কলৌ শোধনং মদ্যং নাস্তি নাস্তি বরাননে।
ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্য-পানঞ্চ নগনন্দিনি॥

১১ প, কালীবিলাস তন্ত্র।

কলিকালে মদ্যপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অর্দ্ধ পরিমাণকাল পর্য্যন্ত মদ্য শোধনের বিধি ছিল, কিন্তু নগনন্দিনি! কলিকালে তাহা নিষেধ হইয়াছে।

পশুভাবে সদাসিদ্ধা ন দিব্যবীরভাবয়োঃ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ দ্রৌপদী দেবকী তথা॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্যবশ্বথামা তথৈব চ।
পশুভাবপরা হ্যেতে সিদ্ধাঃ সিদ্ধঃ ভবন্তি চ॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র।

কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ।
গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বলভ্রষ্টা ভবন্তি হি॥

৬৪ প, উৎপত্তি তন্ত্র।

কলিকালে ভারতবর্ষে ভারতবাসী সকলেই গৃহে গৃহে সুরাপান করিয়া বলহীন হইয়া থাকে।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! কালীবিলাসাদি তন্ত্র-বচন যাহা প্রকাশ করিলে, তাহা এই শ্বেতবরাহ কল্পের জন্য নহে, যেহেতু ঐ সকল তন্ত্র (২) গত কাল কল্প বা পাদ্ম কল্পের জন্য জানিবে। শ্বেতবরাহ কল্পের জন্য যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার মতে মদ্যাদি (৩) সাধন বিধিবদ্ধ আছে। যথা—

(২) কালীবিলাসকাদীনি যানি তন্ত্রাণি পার্ব্বতি।
সফলানি কালকল্পে অশ্বক্রান্তায় ভূমিষু॥ বারাহীতন্ত্র।
কালীবিলাসকাদীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বরি।
কালকল্পে সুসিদ্ধানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু॥

মহাসিদ্ধ সারস্বত তন্ত্র।

শ্বেতবরাহ কল্পে বিষ্ণুক্রান্তার চতুঃষষ্টি (৬৪) তন্ত্রই আমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে, অন্য কল্পের তন্ত্রে অর্থাৎ পাষণ্ড মোহনার্থ কথিত কালীবিলাস, বামকেশ্বর ও জ্ঞানতন্ত্রাদি এক্ষণে আমাদের বিষ্ণুক্রান্তার কোন ফল হইবে না। যথা—

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানী হ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্প ভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ড মোহনায়ৈব বিফলানী হ সুন্দরি॥ মহাবিশ্বসার তন্ত্র।

(৩) মদ্যাদি সাধন।

কলৌ তু সর্ব্বশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
মদ্যং বিনা সাধনস্তু মহাহাস্যায় কল্পতে॥

পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনং॥

৪র্থ উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কলিকালে পশু ও দিব্যভাব নাই, কেবল বীরভাবের সাধনই কলিকালে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কলিকালে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, অতএব যত্নের সহিত কুলসাধন করা কর্ত্তব্য।

যথা দীক্ষাং বিনা দেবি সাধনং হাস্যমেব হি।
তথা পূজা সাধকানাং জ্ঞেয়া তত্ত্বং বিনা সদা॥
শিলায়াং শস্যবাপে চ ন ভবেদঙ্কুরো যথা।
অনাবৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ দেবি শস্যঞ্চৈব যথা নহি॥
ঋতুং বিনা স্ত্রিয়া দেবি যথাপত্যং ন জায়তে।
তথা দেব্যাঃ সাধনেষু পঞ্চতত্ত্বং বিনা প্রিয়ে॥
পঞ্চতত্ত্বৈঃ সাধকেন্দ্রঃ সাধয়েদ্বিধিনামুনা।
মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
ত্রিধা সার্দ্ধং সদা সাধুরর্চ্চয়েজ্জগদম্বিকাং।
অন্যথা তু মহানিন্দা গীয়তে ত্রিদশৈরপি॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তত্ত্বপরো ভবেৎ।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয়া॥

৪প, কামাখ্যাতন্ত্র।

জম্বুদ্বীপে মহেশানি মন্ত্রাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু স্ত্রিয়া সিদ্ধির্বিজায়তে।
গৌড়শাল্লদশার্ণেষু পশুভাবাদ্ধি জায়তে॥

১১প, নিগমতত্ত্বসার।

হে মহেশানি! জম্বুদ্বীপে মন্ত্রসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়; আর অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রদেশে শক্তি-সাধন দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং গৌড় শাল্ল ও দশার্ণ-প্রদেশে পশুভাবে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

শূদ্রো দদ্যাৎ কৃতে মদ্যং ত্রেতায়াং বৈশ্য এব চ।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়ো দদ্যাৎ কলৌ বিপ্রঃ সদৈব হি॥

যোগিনী তন্ত্র।

শূদ্র ব্যক্তি সত্যযুগে, বৈশ্য ত্রেতাযুগে, ক্ষত্রিয় দ্বাপরযুগে এবং ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কলিযুগে সর্ব্বদা মন্ত্র দ্বারা সাধনা করিবে।

এমন কি দ্রব্যাভাবে অনুকল্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথা—

দ্রব্যাভাবে চানুকল্পৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাং।
সুরাভাবে চ গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে॥

৫প, নিরুত্তর তন্ত্র।

কালিকাতারিণীদীক্ষাং গ্রহীত্বা মন্ত্রসেবনং।
ন করোতি নরো যস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ॥
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ।
শুনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষ্বপি॥
কালীতারামনুং প্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন।
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা॥

৫প, কামাখ্যাতন্ত্র।

প্রকৃত পঞ্চতত্ত্বাভাবে অনুকল্প দ্রব্য দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে। সুরাভাবে যুগে যুগে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি গোদুগ্ধ প্রদান করিতে পারিবে। অতএব বৎস! এই সকল শাস্ত্রীয় বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত দেবীর আরাধনাই হয় না।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! যদি ইহাই প্রসিদ্ধ হইল যে, দেবীর আরাধনায় বীরভাবের পঞ্চতত্ত্ব সাধন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, তখন দেবীর আরাধনায় ক্ষান্ত হইয়া বেদপ্রতিপাদ্য অন্য দেবতাচতুষ্টয় (অর্থাৎ সূর্য্য, গণপতি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) মধ্যে যে কোন মনোমত দেবতার আরাধনা করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয় না?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, যে ব্যক্তির যে বিষয়ে স্বাভাবিক অরুচি, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কি কেহ কখন বলপূর্ব্বক তাহার রুচি জন্মাইতে পারে? কখনই না। সকলের রুচি সমান নয় বলিয়া বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেই পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধার্য্য করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহার যে মূর্ত্তিতে অভিরুচি তিনি সেই প্রকার সাধন করিতে পারেন। সকলকেই যে দেবীর আরাধনা করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই; যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে অপর দেবচতুষ্টয়ের সাধন সমাপন করিয়াছেন, কেবল তিনি দেবীর আরাধনার জন্য যত্নবান্ হন। তদ্ভিন্ন অন্যের তাহাতে কখনই মতি জন্মাইতে পারে না।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! আপনি যে কথা বলিলেন, সে কথায় অতীব সন্দেহ উপস্থিত হইল, যেহেতু নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য, সুতরাং তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য পাঁচটী মূর্ত্তি কল্পিত করিতে হইয়াছে। তদুপাসনায় সকলেরই সমান অধিকার এবং সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত; কিন্তু ক্রমান্বয়ে জন্মজন্মান্তর ক্ষেপণ করিয়া

একটীর পর আর একটি মূর্ত্তি উপাসনার আবশ্যক, এরূপ বিধি হইলে পঞ্চ মূর্ত্তির সমান আদর হইল না।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! পরব্রহ্মের পঞ্চ সাকার মূর্ত্তি সকলের পক্ষেই তুল্য আদরণীয় তাহাতে কোন নিম্নোচ্চভাব নাই, নিম্নোচ্চভাব কেবল সাধন প্রণালীর। অজ্ঞানকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সেই একমাত্র পর-ব্রহ্মেরই পঞ্চমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে মাত্র, তদ্ভিন্ন দেবদেবীকে অবমাননা করিবার জন্য এরূপ মূর্ত্তি সংকল্পিত হয় নাই। সাকার হইতে নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞান যোজনা করিবার জন্য পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা কেবল সোপান প্রস্তুত করা হইয়াছে। সোপানের ভাব সকলের মধ্যে যেরূপ কোন ধাপের মর্য্যাদা পক্ষে ইতর বিশেষ ভাব নাই, ব্রহ্ম-সোপানেরও সেইরূপ পঞ্চ ধাপ-রূপ পঞ্চমূর্ত্তি মধ্যে মর্য্যাদার কোন ইতর বিশেষ ভাব নাই; অতএব সে পক্ষে সকলেই সমান। পঞ্চ মূর্ত্তি ব্রহ্মের পঞ্চ অঙ্গ স্বরূপ, সুতরাং কোন অঙ্গকে নিন্দা করিলে ব্রহ্মকে নিন্দা করা হয় এবং কোন অঙ্গকে স্তুতি করিলেও সেই ব্রহ্মেরই স্তুতি করা হয়, এজন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যে—

শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাদ্যা, জ্ঞানং গণেশো মম চক্ষুরর্কঃ।
বিভেদভাবং ময়ি যে ভজন্তি, মমাঙ্গহীনং কলয়ন্তিমন্দাঃ॥

তন্ত্রবাক্য।

শিব আমার আত্মা, আদ্যাপ্রকৃতি আমার শক্তি, গণেশ আমার জ্ঞান এবং সূর্য্য আমার চক্ষু। এই অঙ্গ সকলের মধ্যে যিনি ভিন্নভাব মনে করিয়া আমার ভজনা করেন, তিনি অত্যন্ত মূঢ়। কারণ তিনি আমার অঙ্গহীন করেন।

শক্তির্নারায়ণো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
শব্দমাত্রবিভেদো হি নতু ভেদঃ কচিদ্ভবেৎ॥

তন্ত্রবাক্য।

শক্তি, নারায়ণ ও ব্রহ্ম এই তিনটী শব্দের অর্থ একই প্রকার—এস্থলে কেবল শব্দমাত্র বিভেদ, তদ্ভিন্ন অর্থগত বা তাৎপর্য্যগত আর কোন ভেদাভেদ হইতে পারে না।

অতএব বৎস! দেবতা সম্বন্ধে যে কোন নিম্নোচ্চভাব নাই তাহা বুঝিলে; এক্ষণে সাধনপ্রণালীর নিম্নোচ্চভাব আছে, তাহা বলি শ্রবণ কর। মানবদেহের পাদতল হইতে মস্তকের দিক্ ঊর্দ্ধ ও মস্তক হইতে পাদতলের দিক্ অধঃ। এই প্রণালীতে সন্ধ্যা করিবার সময়ে ও ষট্‌চক্র সাধনকালীন নিম্নদিক হইতে শরীরের ঊর্দ্ধদিকে (৪) গমন করিবার রীতি আছে। এজন্য প্রথম নাভিদেশে ব্রহ্মার, তৎপরে হৃদয়ে বিষ্ণুর এবং সর্ব্বশেষে ললাটে স্বয়ম্ভুর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান।

প্রথমং রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনারূঢ়ং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়েন্। সামবেদ।

হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান।

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-হস্তং গরুড়াসনমারূঢ়ং কেশব ধ্যায়েন্। সামবেদ।

---

(৪) গুহ্যস্থানে তথাধারে চক্রং যচ্চ চতুর্দ্দলং।
তদূর্দ্ধে চ লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানং ষড়দলং॥
তন্নাভিমণ্ডলে চক্রং প্রোচ্যতে মণিপূরকং।
হৃৎপঙ্কজং দ্বাদশার্ণমনাহতমিতি স্মৃতং॥
কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রং স্যাৎ ষোড়শাবর্ত্তপঙ্কজং।
আজ্ঞাচক্রং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিদলং তত্র পঙ্কজং॥ নিগমলতাতন্ত্র।

ললাটে শম্ভুর ধ্যান।

ললাটে শ্বেতং ত্রিশূলডমরু করং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং
ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্। সামবেদ।

ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতেও ঐরূপ নিম্নদিক্ হইতে ক্রমে উর্দ্ধদিকে প্রতি চক্রে তত্রস্থ দেবগণের ধ্যান করিতে হয়। যেহেতু দেহাভ্যন্তরে সুষুম্না নাড়ীতে ছয়টি চক্র ক্রমান্বয়ে নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রথিত আছে। যথা—

গুহ্যে লিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদয়ে কণ্ঠদেশকে।
ভ্রূমধ্যেঽপি বিজানীয়াৎ ষট্‌চক্রন্তু ক্রমাদিতি॥

গুহ্য স্থানে, লিঙ্গদেশে, নাভিমূলে, হৃদয়ে, কণ্ঠদেশে ও ভ্রূযুগলের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এই ষট্ স্থানে ষট্‌চক্র বিদ্যমান আছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, গুহ্য স্থানে চতুর্দ্দলযুক্ত মূলাধার চক্রে সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন। তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে ষড়্‌চক্রদলযুক্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বিরাজিত আছেন। তদূর্দ্ধে নাভিমণ্ডলে দশদলযুক্ত মণিপুর চক্রে ভদ্র-কালীর সহিত রুদ্র অবস্থিত আছেন। তদূর্দ্ধে হৃদয় স্থানে দ্বাদশদলযুক্ত অনাহত চক্রে ভুবনেশ্বরী শক্তি সহিত ঈশ্বর নামক শিব আছেন। তদূর্দ্ধে কণ্ঠমূলে ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধ নামক চক্রে অর্দ্ধনারীশ্বর নামক শিব-শক্তি আছেন। তদূর্দ্ধে ললাটমণ্ডলে দলদ্বয়যুক্ত আজ্ঞাচক্রে সিদ্ধ কালী সহিত পরমশিব আছেন। এই ষট্‌চক্রের উর্দ্ধে শিরঃস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল কমলে পরমশিবের স্থান। মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে সহস্রার পর্য্যন্ত সাধকগণ ভজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল স্থানে সাধন প্রণালী নিম্নোচ্চভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন ঐ সকল মূর্ত্তি মধ্যে কোন নিম্নোচ্চভাব নাই।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! সাধন-প্রণালীর এমন নিম্নোচ্চভাব কেন হইল?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! এ বিষয়ই ত পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু সকলের জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সমান হইতে পারে না বলিয়া ক্রমান্বয়ে নিম্ন হইতে উচ্চ সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সকল দেবতার উপাসনাফল সমান হইলে বোধ হয় কাহারও ইষ্টসিদ্ধ হইত না; তাহার কারণ এই যে, সকল ব্যক্তি সমান যোগ্য নহে। জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানী হউন জীবমাত্রেই সংসার-যন্ত্রণায় অতি প্রপীড়িত, সেই যন্ত্রণার অবসানজন্যই সেই বিশ্বস্রষ্টার আরাধনার প্রয়োজন; কিন্তু সেই আরাধনা-প্রণালী ক্রমান্বয়ে পঞ্চবিধ না হইয়া যদি একবিধ মাত্র হইত, তাহা হইলে অতীব অজ্ঞানী ব্যক্তিকে কিরূপে বুঝান যাইত? জ্ঞানী ব্যক্তি হয়তো সেই কথা পঞ্চাশবারেও বুঝিতে পারে না। এজন্য জ্ঞানী ও অজ্ঞান প্রভেদ জন্য এই উপাসনাপ্রণালী পঞ্চবিধ হইয়াছে এবং তাহার ফলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। জগতের রীতি এই যে, সকল বিষয়ই ক্রমসম্ভূত অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে হয়; সুতরাং তাহার ফলও ক্রমসম্ভূত না হইয়া অন্যতর হইতে পারে না। এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তত্তাবতই ক্রমসম্ভূত। যে বিষয় ধরিয়া আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে যে, তাহার কোন অংশই এককালীন হয় নাই এবং হইবার উপায়ও নাই। এজন্য সাধনপ্রণালীও প্রথমে নিম্ন সোপান হইতে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে বিভক্ত হইয়াছে, এই বিভক্তের নাম সম্প্রদায়। ব্রহ্মের প্রথম মূর্ত্তি সূর্য্য, যাহারা সূর্য্যের উপাসক তাহারা সৌর সম্প্রদায়। ঐরূপ দ্বিতীয় মূর্ত্তি গণপতি, সম্প্রদায় গাণপত; তৃতীয় মূর্ত্তি বিষ্ণু, সম্প্রাদয় বৈষ্ণব; চতুর্থ মূর্ত্তি শিব, সম্প্রদায় শৈব এবং পঞ্চম মূর্ত্তি শক্তি, সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়া উল্লিখিত হয়। এইরূপ প্রণালীতে

নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি উপাসনা জন্ম কল্পিত হইয়াছে। যথা—

একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্বমুপাগমৎ।
ধ্যানার্থং স্বাত্মভক্তানাং সৃষ্ট্যাদৌ পঞ্চমূর্ত্তিভিঃ॥
সূর্য্যোগণপতির্বিষ্ণুর্মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মমূর্ত্তয়ঃ॥

ভৈরবযামল।

ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা সাকারভাবে পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহা এই যে,—প্রথম সূর্য্য, দ্বিতীয় গণপতি, তৃতীয় বিষ্ণু, চতুর্থ মহেশ এবং পঞ্চম ভগবতী। শ্রুতিতে এই পাঁচটি মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ আছে।

এতৈর্বিমুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
পঞ্চদেবৈর্বিনা মুক্তির্ন ভবেদন্যদৈবতৈঃ॥
তাসু শ্রেষ্ঠা ভগবতী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
নির্ব্বাণমুক্তিং সা দদ্যাৎ ভক্তানাং পরমেশ্বরী॥

ভৈরব যামল।

মানবগণ এই পঞ্চ মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন অন্য কোন দেবতা (ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি) মুক্তি দিতে পারেন না। এই পঞ্চদেবতার মধ্যে সনাতনী ব্রহ্মময়ী ভগবতীই শ্রেষ্ঠা, কারণ এই পরমেশ্বরীই ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন।

মায়াবদ্ধাশ্চ পুংদেবা ন চ শক্তিঃ পরাৎপরা।
সা কৈবল্যপ্রদাত্রী চ মহামায়া নিরঙ্কুশা ॥
চত্বারঃ পুরুষাকারা দেবতা ব্রহ্মরূপিণঃ।
মুক্তিং যচ্ছন্তি ভক্তেভ্যঃ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধাং ॥

এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে পুরুষাকার দেবতাচতুষ্টয় মায়াতে আবদ্ধ। নিরঙ্কুশা মহামায়া পরাৎপরা শক্তি স্বয়ং মায়াবদ্ধা নহেন এবং তিনি স্বাধীনা ও কৈবল্যদায়িনী। পুরুষাকার অন্য দেবতা চতুষ্টয় (বিষ্ণু, গণেশ সূর্য্য ও শিব) স্ব স্ব ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সারূপ্য, এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি (৫) দান করিতে পারেন।

স্বমুক্তিঃ তেঽভিবাঞ্ছন্তি পরাশক্তেরনুগ্রহাৎ।
মায়াপাশবিনাশায় ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥

ভৈরব যামল।

মায়াপাশ ছেদনের নিমিত্ত ধ্যানযোগপরায়ণ এই পুরুষাকার দেবতা-চতুষ্টয় পরাশক্তির অনুগ্রহ অনুসারে আপনারাই নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করেন।

---

(৫) পঞ্চমুক্তি। যথা—সনৎকুমার প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—

ব্রহ্মোবাচ।

মুক্তিস্তু শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধাং।
সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তৎসমীপতা ॥ ১ ॥
সাযুজ্যং তৎস্বরূপত্বং সার্ষ্টিস্তু ব্রাহ্মণো লয়ং।
ইতি চতুর্বিধা মুক্তির্নির্ব্বাণঞ্চ ততুত্তমং ॥ ২ ॥
জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতা।
যা মুক্তিঃ কথিতা সদ্ভিস্তন্নির্ব্বাণং প্রচক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

হেমাদ্রৌ ধর্ম্মশাস্ত্রে।

শিষ্য কহিলেন—প্রভো! আপনি যে জন্ম জন্মান্তরে অন্যান্য দেবতার সাধন সমাপন না করিলে দেবী আরাধনায় মতি জন্মে না কহিয়াছেন, তদ্বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে কৃতার্থ হই।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! মানবজন্ম অতিশয় দুর্লভ জন্ম। চতুরশীতি লক্ষ (৬) যোনি ভ্রমণ করিলে পর জীব মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এরূপ কতবার মনুষ্য-যোনি পরিভ্রমণ করিলে পর তবে পুরুষরূপ হয়, ঐরূপ কত জন্মান্তর ক্ষেপণ করিলে তবে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতিশয় পুণ্যসঞ্চয় থাকিলে তবে দেবীর আরাধনায় মতি জন্মে। একেত মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হওয়াই অতি দুষ্কর, ইহ জগতে যত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোন জীব আপন পুণ্যবলে উক্ত প্রকার সহস্র সহস্র জন্ম জন্মান্তে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, যথা—

অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

কুলার্ণবতন্ত্র।

---

(৬) চতুরশীতি লক্ষ যোনি। যথা—
স্থাবরং বিংশলক্ষন্তু জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষাস্তু পশবো দশলক্ষকাঃ।
অণ্ডজা ত্রিংশল্লক্ষাস্তু চতুর্লক্ষাস্তু মানবাঃ॥ তন্ত্র বচন।

বিংশতি লক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর, নবলক্ষ জলচর, একাদশ লক্ষ কৃমি কীট ইত্যাদি, দশ লক্ষ পশু, ত্রিংশৎ লক্ষ অণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী, সরীসৃপ এবং পতঙ্গ ইত্যাদি। আর চতুর্লক্ষ মানবজাতি।

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্বমস্মাৎ পরম্। বিবেকচূড়ামণি।

হে পার্ব্বতি! সহস্র সহস্র জন্মের মধ্যে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়দ্বারা কোন কোন জীব কোন এক অনির্দ্দিষ্টকালে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইলেই যে জীব কোন দেবোপাসনার যোগ্য হয় তাহা নহে, পৃথিবীর নানা স্থলে এরূপ মনুষ্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, আপনাদের অবস্থারও উন্নতি করিতে পারে না। এমত সুসভ্য ভারতবর্ষ মধ্যেও এরূপ অসভ্য জাতি (যথা কুকী, ভীল, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতি) দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রায় বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিধান করে না। উলঙ্গ অবস্থায় বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতগুহায় এবং ভূগর্ভে বসবাস করে। অতএব বৎস! মনুষ্য হইলেই যে আপন মুক্তি কামনায় ঈশ্বরোপাসনা করিবে তাহা নহে। যেহেতু মনুষ্যকুলের প্রত্যঙ্গীভূত এই সকল জন্ম জন্মান্তর ক্ষেপণ করিয়া যাবৎ না যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তাবৎকাল ঈশ্বর বলিয়া কোন ভাবই অন্তঃকরণ মধ্যে উদয় হয় না, এজন্য অবস্থা সন্দর্শন

আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ব্বিনা লভ্যতে ॥ ২ ॥

বিবেকচূড়ামণি।

প্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মনুষ্য মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদোপদিষ্ট ধর্ম্মনিরত এবং তাহার মধ্যে বেদধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা যাঁহার বুদ্ধি চিন্ময় আত্মার ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ বিচার সমর্থ হইয়াছে তিনিই শ্রেষ্ঠতর, অপর বিচারবিদ্গণমধ্যে যিনি আত্মানুভব দ্বারা ব্রহ্মৈকত্বভাবে সংস্থিত হইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম। সেই প্রকার স্থিতিই মুক্তি। এই মুক্তি জীবের কোটিশত জন্মকৃত পুণ্য ব্যতীত লাভ হয় না।

করিয়া প্রতীতি জন্মে যে, শাস্ত্রে যে ক্রমমুক্তির অর্থাৎ অন্যান্য দেবতার সাধন সমাপনের বিষয় উল্লেখ আছে তাহা অসত্য নহে, সকলই সত্য। ক্রমমুক্তি অর্থাৎ ক্রমশঃ দেবদেবান্তরের আরাধনা দ্বারা সাযুজ্যাদি মুক্তি উপভোগ করণানন্তর অনেক জন্ম জন্মান্তে নির্ব্বাণমুক্তির সময় উপস্থিত হইলে তবে দেবীর আরাধনায় মতি জন্মে। দেবীর আরাধনায় মতি জন্মিলে ক্রমশঃ পশু, বীর ও দিব্য ভাবের সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন এক কালীন কিছুই হয় না। এই মঙ্গলময় শিববাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যখন দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞানের পক্ষে নিরাকার উপাসনা অসম্ভব বলিয়া সর্ব্ব প্রথমেই পরিদৃশ্যমান সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সূর্য্যদেবের উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে, তখন ক্রমশঃ গণেশ, বিষ্ণু,-শিব ও সর্ব্ব শেষে শক্তি আরাধনার যে ব্যবস্থা নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহাতে বিচিত্র কি? শক্তির আরাধনা কেবল আরাধনা মাত্র নহে, উহা ব্রহ্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ। শক্তির আরাধনা না করিলে সাধকের নিকট ব্রহ্ম পরিচিত হন না; হেতু এই যে, অন্যান্য দেবচতুষ্টয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মৈকত্ব ভাবের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শক্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই কাহার শক্তি বলিয়া প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শাস্ত্রেই সমস্বরে কহিয়া থাকেন যে, "এই শক্তি ব্রহ্মের" (৭)। তদ্ভিন্ন আর কাহার

(৭) অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা, প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা, ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১ ॥
মহাকালসংহিতা।

হে মাতঃ! আপনি চিন্তার অতীত শক্তি স্বরূপ, প্রতি জীবে অধিষ্ঠিত সত্ত্ব মূর্ত্তি, গুণাতীত ও নির্দ্বন্দ্ব, জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়, সিদ্ধরূপিণী ও পরব্রহ্মরূপিণী।

শক্তি এরূপ বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণে সমর্থা? সুতরাং শক্তি বলিলেই ব্রহ্ম-শক্তিকে বুঝায়। যথা—

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ৩॥

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মের যে শক্তি সর্ব্বদা স্বীয়গুণে আচ্ছাদিত আছে, সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির প্রতি কারণ। তিনিই কাল-স্বরূপ হইয়া সমস্ত জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তিনি ভিন্ন এরূপ শক্তি অন্য কাহাতেও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং এরূপ জগদুৎপাদিকা শক্তি কেবল সেই একমাত্র পরব্রহ্মেরই বলিতে হইবে। অপিচ—

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
নহি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥৪২

২য়, পরিচ্ছেদ পঞ্চদশী।

দাহনাদি কার্য্যের দ্বারা যেরূপ অগ্নির শক্তি অনুমিত হয়, সেইরূপ জগৎ কার্য্যের দ্বারা পরমাত্মশক্তির অনুভব হইয়া থাকে। ঐ পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে কোনরূপ পৃথক সত্তা নাই। তবে কার্য্য ব্যতীত কখন কোন বস্তুর শক্তি প্রকাশ হয় না বলিয়া শক্তিকে ভিন্ন মনে করা যায়।

ন মীমাংসকা নৈব কাণাদ তর্কা ন সাংখ্যা ন যোগা ন বেদান্তবাদাঃ।
ন বেদা বিদ্যুস্তে নিরাকারভাবং ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥১॥ ঐ

মীমাংসক, কণাদশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্র ও বেদ-চতুষ্টয়, ইহাঁরা কেহই আপনার নিরাকার ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। অতএব আপনিই পরাৎপরা ও সিদ্ধপরব্রহ্মরূপিণী।

এজন্য জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মা হইতে শক্তির ভিন্নতা বোধ হয় মাত্র, বাস্তবিক পরমাত্মা ও শক্তি মধ্যে কোন বিশেষ নাই।

অতএব এই শক্তিই ব্রহ্ম, সুতরাং অতি অজ্ঞান অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা ক্রমান্বয়ে দেবচতুষ্টয়ের সাধন ব্যতীত প্রথম মনুষ্য জন্মেই হইতে পারে না। এজন্য ক্রমমুক্তি বিষয়ে শাস্ত্রে উল্লেখ (৮) আছে যে, প্রথমে সূর্য্যা-রাধনা করিয়া দ্বাদশ জন্মাবসানে সূর্য্যলোকে অবস্থানপূর্ব্বক সার্ষ্টি মুক্তি ভোগ হয়। বহুকাল ভোগাবসানে পুনরায় গাণপত্য-কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ অষ্টজন্ম গণদেবের আরাধনা করিলে সামীপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া এক কল্প কাল গণেশলোকে বাস হয়। কল্পান্তে বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম বিষ্ণু আরাধনা করিলে এক কল্পকাল বিষ্ণুলোকে সালোক্য মুক্তি ভোগ হইয়া থাকে। ভোগাবসানে শৈবকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ পঞ্চজন্ম শিবারাধনা করিলে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করতঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমাণ

(৮) শিব উবাচ।

ক্রমমুক্তিমথো বক্ষ্যে শৃণু শৈলেন্দ্রনন্দিনি।
নরাণাং মুক্তিকামানাং সাধকানাং বিশেষতঃ ॥ ১ ।
আদৌ সূর্য্যস্য মন্ত্রেণ প্রেরিতঃ পুণ্যকর্ম্মণ্য।
দীক্ষিতোহসৌ ভবেদ্দেবি পূজারাধনতৎপরঃ ॥ ২ ॥
বিধিনা সৌরমার্গেণ সূর্য্যধ্যানপরায়ণঃ।
দেহান্তে মুক্তিমাসাদ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥ ৩ ॥
ভুক্ত্বা বহুবিধান্ ভোগান্ বিবিধা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জ্জন্ম ভবিষ্যতি দ্বিজালয়ে ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বসংস্কারযোগেন ততঃ সৌরো ভবেৎ পুমান্।
এবং দ্বাদশজন্মান্তে সূর্য্যেণ সহ শঙ্করি ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মণো দেহনাশান্ত সার্ষ্টি মুক্তিং ব্রজেদসৌ।
ততঃ কল্পান্তরে স্রুভ্রু গাণেশো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬ ॥

কাল শিবলোকে বাস হয়। তৎপরে ভোগাবসানে ব্রাহ্মণ গৃহে শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শাক্তাভিষেক হইতে হয়। অভিষেক হওয়ানন্তর অনুকল্প পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পশু ভাবে দেবীর আরাধনা করিলে দেহান্তে দেবীলোকে বাস হয়। তৎপরে পুনর্ব্বার ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্য প্রভাবে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া বীরভাবে প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পরমা বিদ্যার আরাধনা করিলে জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হইয়া অন্তে কালীলোকে বাস হয়। তৎপরে পুনরায় নরলোকে শাক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ শাক্তাভিষেক হইয়া পুরশ্চরণাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পূর্ণাভিষেক হওতঃ প্রকৃত পঞ্চ-তত্ত্ব দ্বারা কালিকাদেবীর আরাধনা করিয়া বিল্বসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশান-সাধন পর্য্যন্ত বীরভাবের সাধনকার্য্য সমাপনানন্তর পরমহংস দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবাশ্রয় করতঃ নিজ দেহান্তর্গত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া ষট্‌চক্রভেদ করতঃ মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে চেতন করাইয়া সহস্রারে পরমশিবে সংযোজনা করিয়া সমাধিস্থ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রারব্ধ ক্ষয়ে মুক্তপুরুষ হইয়া দেহান্তে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়। এজন্য শক্তিমন্ত্রে তিন

গণেশে ভক্তিরতুলা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
গুরূপদেশতঃ সোঽপি মন্ত্রং গণপতেঃ কিল ॥ ৭ ॥
সংপ্রাপ্য ভক্তিভাবেন যজনং সঙ্করিষ্যতি।
এবমষ্টমজন্মান্তে দেহং সংত্যজ্য ভক্তিমান্ ॥ ৮ ॥
গণেশলোকমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
সামীপ্যমুক্তিং লভতে স্থিতিঃ কল্পান্তমাবধি ॥ ৯ ॥
কল্পান্তরে পুনঃ সোঽপি বৈষ্ণবত্বং লভিষ্যতি।
বিষ্ণুমন্ত্রং গুরুমুখাৎ শ্রুত্বা চ বিধিপূর্ব্বকং ॥ ১০ ॥
পূজনং বাসুদেবস্য মন্ত্রসংস্মরণং হরেঃ।
কৃত্বা শাস্ত্রবিধানেন দেহান্তে জন্ম চাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥

জন্মান্তে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যে—

অতএব মহেশানি নির্ব্বাণপদমিচ্ছতা।
ভবসাগরপারার্থং শক্তিমন্ত্রং সমভ্যসেৎ ॥ ৪৪ ॥

২ প, কৈলাসতন্ত্র।

হে মহেশানি! ভবসাগর পার হইয়া যে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি যত্নের সহিত শক্তি-মন্ত্র-সাধন করিবে। সূর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দেবচতুষ্টয়ের সাধন দ্বারা সর্ব্বশেষে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ হইলেই শাক্ত হওয়া হইল, যেহেতু ব্রাহ্মণ মাত্রেই ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রীর উপাসক। যথা—

তত্রাপি বৈষ্ণবং মন্ত্রং সংপ্রাপ্য ভুবি মানবঃ।
পূর্ব্বকর্ম্মবিপাকেন বিষ্ণুমারাধয়িষ্যতি ॥ ১২ ॥
অধুনা ক্রমযোগেন সপ্তজন্মান্তরে পুমান্।
সালোক্যমুক্তিং লভতে দেবি সত্যং ন সংশয় ॥ ১৩ ॥
কল্পান্তরে মহেশানি মর্ত্ত্যে জন্ম ভবিষ্যতি।
ততস্ত্রিগুণমুৎসৃজ্য শুদ্ধচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
শিবমন্ত্রং লভিত্বা চ ততঃ শৈবো ভবেদ্ধ্রুবং।
মহেশান্নাপরো দেবো কোটিব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥
ইতি সংকল্প্য মনসা শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে।
লব্ধ্বা পাশুপতীং দীক্ষাং কৃত্বা পাশুপতং ব্রতং ॥ ১৬ ॥
শিবং সংপূজ্য বিধিবচ্ছিবমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
নিষ্ঠা শিবপদাম্ভোজে তস্য জায়তে পায়িনী ॥ ১৭ ॥

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং॥

৩ প, নির্ব্বাণতন্ত্র।

ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত, কোনক্রমেই তাহারা শৈব বা বৈষ্ণব নহে; যেহেতু পরমাক্ষরী গায়ত্রী তাহাদের উপাস্যদেবতা।

শিবারাধনযোগেন পঞ্চজন্মান্তরে শিবে।
সাযুজ্যমুক্তিং লভতে শিবমন্ত্রপ্রভাবতঃ॥ ১৮॥
শিবরূপত্বমাসাদ্য শিবলোকে বসেচ্চিরং।
শতব্রহ্মায়ুষং লব্ধ্বা চাষ্টৈশ্বর্য্যান্বিতোঽপ্যসৌ॥ ১৯॥
ব্রহ্মানন্দসুখং ভুঞ্জন্ শিববদ্বিহরেৎ সদা।
ততোঽগ্রজগৃহে জন্ম সম্ভবিষ্যতি নান্যথা॥ ২০॥
অত্র শিবগুরুং প্রাপ্য শক্তিমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
পশ্বাচারযুতে ভূত্বারাধয়েৎ পরমাং শিবাং॥ ২১॥
শাক্তাভিষেকনিহিত-তন্ত্রমার্গানুসারতঃ।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ চানুকল্পেন শৈলজে॥ ২২॥
পূজয়িত্বা মহাদেবীং ভক্তিভাবেন চেতসা।
নরঃ পঞ্চত্বমাসাদ্য দেবীলোকেঽনিশং রমেৎ॥ ২৩॥
তত্র সেবাপরাধেন ভগবত্যাঃ শুচিস্মিতে।
নরলোকে পুনর্জ্জন্ম ভবিষ্যতি ধনিগৃহে॥ ২৪॥
পূর্ব্বপুণ্যপ্রভাবেন জগদম্বাঃসমাগমাৎ।
নরঃ শিবগুরুং লব্ধ্বা বীরভাবমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৫॥
পূর্ণাভিষেকমাসাদ্য মুখ্যকল্পেন পার্ব্বতি।
আরাধ্য পরমাং বিদ্যাং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ২৬॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবগণের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের সকল দেবতার আরাধনা করিবার অধিকার আছে, এজন্য ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যাদি সকল দেবতাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। সন্ধ্যা করিলে সকল দেবতার উপাসনা করা হইল। এজন্য পঞ্চ সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা সকল ব্রাহ্মণের এক সন্ধ্যারূপ উপাসনা মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কখনও বলিতে পারে না যে, আমি অমুক দেবতার আরাধনা করি না। এজন্য ব্রাহ্মণ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত, ব্রাহ্মণের এরূপ অধিকার ক্রমে ক্রমে অনেক সাধনায় প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

অষ্টপাশবিনির্ম্মুক্তো মহেশ ইব চাপরঃ।
সাধয়িত্বা লতাযোগং চান্তে কালীপুরং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥
তত্র ভৈরবরূপেণ ভৈরবীশক্তিসংযুতঃ।
ব্রহ্মানন্দপরো ভূত্বা মোদতে সুচিরং শিবে ॥ ২৯ ॥
তত্রাপি কশ্চিত্ত্বপরাধযোগতঃ ক্রিয়াকলাপেঽভিশাপতঃ কচিৎ।
উন্মত্তদোষেণ পরোঽহভিমানতঃ পুনর্নৃলোকে জনিমাপ্তবান্‌বশী ॥ ৩০ ॥
শাক্তাভিষেকং প্রাগ্‌ভূত্বা শ্রীগুরোঃ কৃপয়া সুধীঃ।
শক্তিমন্ত্রং সমাসাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাং ॥ ৩১ ॥
ততো জপেৎ মহামন্ত্রং পুরশ্চরণপূর্ব্বকং।
মন্ত্রচৈতন্যতাং কৃত্বা ততঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥
পূর্ণাভিষেকং সংপ্রাপ্য পঞ্চতত্ত্বেন কালিকাং।
সমর্চ্চয়েৎ সুবিধিনা বীরভাবাশ্রিতো নরঃ ॥ ৩৩ ॥
বিল্বসাধনমারভ্য শ্মশানান্তং জপংশ্চরন্।
বীরভাবেন দেবেশি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ পরমহংসাখ্যাং দীক্ষামাদায় সুব্রতে।
দিব্যভাবপরো ভূত্বা চরেৎ পরমহংসবৎ ॥ ৩৫ ॥

অতএব বৎস! ক্রমমুক্তির কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক শাস্ত্রসম্মত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বোধ হয় পঞ্চ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কোনরূপ সন্দেহ থাকিল না।

শিষ্য কহিলেন—গুরো! ত্রাণকর্ত্তা! অদ্য আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল, জন্ম সফল হইল, কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে আপনার সন্দর্শন

---

৬ স্বদেহস্থৈঃ পঞ্চতত্ত্বৈরর্চ্চয়েৎ পরদেবতাং।
বিধিনা কৌলমার্গেণ সংসারবিমুখো বশী ॥ ৩৬ ॥
কুলকুণ্ডলিনীং দেবীং চেতয়িত্বাভিযোগতঃ।
ষট্চক্রং সংভিদন্ দেবি চাত্মনা সহ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥
লয়ং কৃত্বা পরশিবে সমাধিস্থো ভবেৎ পুমান্।
স এব পৃথিবীমধ্যে জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ৩৮ ॥
একোঽহমদ্বিতীয়াত্মা সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপোঽহমিতি সংচিন্তয়ন্ ধিয়া ॥ ৩৯ ॥
প্রারব্ধমশ্নন্ পুরুষঃ দেহান্তে প্রকৃতৌ লয়ং।
সমীষ্যতে চিদাকাশে নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে ॥ ৪০ ॥
কৌলো ভূত্বা ত্রিজন্মান্তে কৈবল্যপদমাপ্নুয়াৎ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ কশ্চিদস্তি শুচিব্রতে ॥ ৪১ ॥
নরাণাং মুক্তিকামানাং সংসারবশবর্ত্তিনাং।
শক্তিমন্ত্রমৃতে দেবি পঞ্চদেবপরায়ণঃ ॥ ৪২ ॥
নির্ব্বাণমুক্তিং নো যান্তি কোটিকল্পেন সুন্দরি।
অতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শক্তিমন্ত্রং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
পুংদেবা নিজভক্তেভ্যো মুক্তিং যচ্ছন্তি সর্ব্বথা।
ভবপাশনিরাশায় সালোক্যাদিচতুষ্টয়াং ॥ ৪৪ ॥
নির্ব্বাণপদমাদাতুমসমর্থাঃ সদৈব তে।
স্বমুক্তিমভিবাঞ্ছন্তি পরশক্ত্যনুকম্পয়া ॥ ৪৫ ॥
অতএব মহেশানি নির্ব্বাণপদমিচ্ছতা।
ভবসাগরপারার্থং শক্তিমন্ত্রং সমভ্যসেৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রাপ্ত হইয়া অদ্য নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হইলাম, আর আমার কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই, তবে নিজ গুণে কৃপা করিয়া যদি কিছু উপদেশ দেন, ইহাই আমার অভিলাষ।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! তুমি যে বিষয়ের জিজ্ঞাস্য ছিলে তাহা সাধ্যমত বর্ণনা করিলাম, আর তোমার কি উপদেশ আবশ্যক তাহা বল।

সৌরে বা গাণপত্যো বা বৈষ্ণবঃ শৈব এব বা।
বিসৃজ্য পূর্ব্বমন্ত্রাণি কৌলধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
দেব্যুবাচ।
দীক্ষাখণ্ডে পুরা প্রোক্তং মন্ত্রগ্রহণকর্ম্মণি।
মন্ত্রং গৃহীত্বা শ্রীনাথান্ন কদাপি পরিত্যজেৎ ॥ ৪৮ ॥
মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যো গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৯ ॥
সত্যং বচনমেতদ্ধি নানৃতং শিবভাষিতং।
এতন্মে সংশয়ং দেব ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতং ॥ ৫০ ॥
শিব উবাচ।
যৎ সংশয়ং তব শিবে জাতং মনসি সাম্প্রতং।
তন্নাশার্থং বদাম্যদ্য শৃণু পারহিতানঘে॥ ৫১ ॥
যদুক্তং গুরুমন্ত্রাণাং ত্যাগে পরমপাতকং।
সর্ব্বং পুরুষদেবানাং বিষয়ে জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৫২ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রং পরিত্যজ্য শিবমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
ভবেদ্ যদি মহেশানি তত্র পাপী ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
অথবা শিবমন্ত্রাণি ত্যক্ত্বা যো বৈষ্ণবো ভবেৎ।
গুরুংবাপি মহাদেবি তৎপাপং তামদেব হি ॥ ৫৪ ॥
এবং পুংদেববিষয়ে ময়া প্রোক্তমুখে পুরা।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাৎ পাপং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৫৫ ॥
শক্তিমন্ত্রং বিসৃজ্যাথ বিষ্ণুমন্ত্রং সমাশ্রয়েৎ।
তথা মন্ত্রং শিবস্যাপি স পতেন্নিরয়ে ধ্রুবং ॥ ৫৬ ॥

শিষ্য কহিলেন—প্রভো! তাহা আমি কিছুই জানি না, তবে আমি এক্ষণে কি করিব তাহাই উপদেশ দিউন।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! আর অন্য উপদেশ কি দিব? যদি তোমার মুক্তি কামনার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনো-মালিন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভের জন্য বীরভাব আশ্রয় কর। যেহেতু—

"বীরভাবং বিনা নাথ ন সিদ্ধ্যতি কদাচন"।

১১ পটল রুদ্রযামল।

হে নাথ! বীরভাব ব্যতীত কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না।

বৎস! সম্প্রতি ইহাই আমার উপদেশ। তৎপরে সাধন ক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইলে যে স্থলে যে উপদেশের আবশ্যক হইবে তাহা অবাধে প্রাপ্ত হইবে।

এই স্থলে মতিমান্ শিষ্য প্রণিপাত পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাম্বুজ ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

ইত্থং পুরুষদেবানাং মন্ত্রান্ন্যংস্জ্য ভক্তিমান্।
দীক্ষিতঃ শক্তিমন্ত্রেণ তৎক্ষণাৎ পুণ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ।
বিনশ্যতি মনুষ্যাণাং সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৫৮ ॥
ন দোষো জায়তে তস্য গুরুমন্ত্রবিসর্জ্জনাৎ।
ক্ষিপ্রং ভবতি পুণ্যাত্মা ভগবত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন যাথাতথ্যেন বচ্যতে।
নাতঃ পরতরো ধর্ম্মঃ কৌলধর্ম্মাদৃতে শিবে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকৈলাসতন্ত্রে শিবপার্ব্বতীসংবাদে মুক্তিখণ্ডে
পঞ্চমুক্তিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।